মা-বাবা এবং অভিভাবক

14-19 বছর বয়সে আপনাদের সন্তানদের পড়ালেখার পথগুলো সম্পর্কে একটি নির্দেশিকা

2008-2009

নির্দেশিকাটি ইন্টারনেটে নিচের ওয়েবসাইটেও রয়েছে
www.connexions-direct.com/parentcarer

এতে রয়েছে ইয়ার 9-এ সাবজেক্ট (পাঠ্যবিষয়) পছন্দ করায় এবং ইয়ার 11-এ পেশা ও শিক্ষার পথ বেছে নেওয়ায় আপনার সন্তানকে সাহায্য করার মত প্রয়োজনীয় তথ্য।

মা-বাবা এবং অভিভাবক

14-19 বছর বয়সে আপনাদের সন্তানদের পড়ালেখার পথগুলো সম্পর্কে একটি নির্দেশিকা

আপনার উঠতি বয়সের ছেলে/মেয়ে এখন এমন একটি সময়ে এসে পৌঁছেছে যখন তার কাছ থেকে জানতে চাওয়া হবে সে ইয়ার 10 এবং ইয়ার 11-এ কি কি সাবজেক্ট নিয়ে পড়ালেখা করতে চায় এবং কি ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা (কোয়ালিফিক্যাশন) অর্জন করতে চায়। এটা কেবল আপনার সন্তানের জন্যই নয় বরং মা/বাবা অথবা অভিভাবক হিসাবে আপনার জন্যও মূল্যবান একটি সময়। সাবজেক্ট এবং শিক্ষার কোর্স পছন্দ করায় আপনাদের সাহায্য অতি গুরুত্বপূর্ণ। তাই আপনার সন্তানকে সাহায্য করার জন্য যা কিছু জানার দরকার তা আপনি নিশ্চিতই জেনে নিতে চাইবেন।

শিক্ষা ব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। পরিবর্তনগুলো আজকালকার উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের সামনে খুলে দিয়েছে নানান ধরনের আকর্ষণীয় শিক্ষা কোর্স। অনেক ধরনের কোর্স থেকে ইচ্ছা মত সাবজেক্ট (পাঠ্যবিষয়) তারা চয়ন করতে পারবে, যা তাদেরকে নিয়ে যাবে সিক্সথ ফর্মে, কলেজে, ইউনিভার্সিটিতে বা কর্মস্থলে।

এই বই পড়ে জানতে পারবেন:

- শিক্ষা ব্যবস্থায় নতুন কি কি যোগ করা হয়েছে
- কি কি শিক্ষা কোর্স পছন্দ করা যাবে
- বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতার (কোয়ালিফিক্যাশনের) তাৎপর্য বা অর্থ কি এবং এগুলো কোথায় নিয়ে যাবে।

এতে আরো রয়েছে:

- সাবজেক্ট, শিক্ষাকোর্স বা লেখাপড়ার পথ পছন্দ করার ব্যাপারে আপনার সন্তানকে সাহায্য করার পন্থাসমূহ
- সন্তানের স্কুলের টিচারদেরকে জিজ্ঞাসা করার প্রশ্ন
- বাড়তি সাহায্য পাওয়ার স্থানগুলো সম্পর্কে তথ্য।

আপনার সন্তান ইয়ার 9-এ যে সাবজেক্টগুলো পছন্দ করবে সেগুলো হবে প্রাথমিক পছন্দ। এর পরে ইয়ার 11-এ এবং তারও পরে আরো কিছু পছন্দ তাকে করতে হবে। সুতরাং এই নির্দেশিকায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সম্পর্কেও তথ্য পাবেন:

- বয়স 16 বছর পার হওয়ার পর পছন্দসমূহ সম্পর্কে তথ্য - কোথায় লেখাপড়া করবে এবং কি বিষয়ে লেখাপড়া করবে
- শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলো কোথায় নিয়ে যাবে
- 16 বছর বয়স পরবর্তী আর্থিক সাহায্য ব্যবস্থা।

এই নির্দেশিকার পরস্পর সক্রিয় (ইন্টারেক্টিভ) একটি সংখ্যা ইন্টারনেটে এই ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে:
www.connexions-direct.com/parentcarer
এই নির্দেশিকায় কখনো কখনো তথ্যের জন্য কিছু ওয়েবসাইটে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে।
যদি আপনার ঘরে কম্পিউটার না থাকে তবে আপনি বা আপনার সন্তান স্থানীয় লাইব্রেরীতে কিংবা কানেকশন্স সেন্টারে গিয়ে কম্পিউটার ব্যবহার করতে পারবেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:
এই বইয়ে রিংমার কমিউনিটি কলেজ (Ringmer Community College) তাদের ফটো ছাপাতে দিয়েছেন। সে জন্য তাদেরকে ধন্যবাদ। তাছাড়া এই নির্দেশিকায় যেসব উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ে তাদের শিক্ষাজীবনের কথা প্রকাশ করার অনুমতি দিয়েছে তাদের প্রতিও রইল অসংখ্য ধন্যবাদ। পরিচয় গোপন রাখার স্বার্থে তাদের আসল নামের পরিবর্তে ভিন্ন নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

এই নির্দেশিকায় যেসব ওয়েবসাইটের ঠিকানা দেওয়া হয়েছে সেগুলোর বিষয়বস্তুর বা নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে ডিপার্টমেন্ট ফর চিলড্রেন, স্কুলস এন্ড ফ্যামিলিজ (DCSF) দায়ী নয়। এই বইয়ে ওয়েবসাইটগুলোর ঠিকানা প্রকাশ করার মানে এই নয় যে 'ডিপার্টমেন্ট ফর চিলড্রেন, স্কুলস এন্ড ফ্যামিলিজ' ওয়েবসাইটগুলোতে প্রকাশিত মতমত অনুমোদন করছে। এই নির্দেশিকায় প্রকাশ করার মানে কোনো অর্থেই ওগুলোর অনুমোদন বোঝাবে না। ওয়েবসাইটগুলো সদা সর্বদা কাজ করবে এমন নিশ্চয়তা বা গ্যারান্টি আমরা দিতে পারব না। এই বইয়ে যে ওয়েবসাইটগুলোর কথা উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলোর প্রাপ্যতা বা বিষয়বস্তু আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে।

বইয়ের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কিছু টেলিফোন নাম্বার দেওয়া হয়েছে। কানেকশন্স ডাইরেক্ট (Connexions Direct)-কে ল্যান্ডলাইন থেকে ফ্রি ফোন করা যাবে, তবে মোবাইল থেকে ফোন করলে সংশ্লিষ্ট নেটওয়ার্ক কলচার্জ আদায় করতে পারে। কানেকশন্স ডাইরেক্ট বাদে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে ল্যান্ডলাইন থেকে ফোন করলে কলচার্জ আসতে পারে। মোবাইল থেকে ফোন করলে উচ্চ হারে কলচার্জ আসতে পারে।

সূচীপত্র

সকলের জন্য সাফল্য	4
ইয়ার 9-এ সাবজেক্ট পছন্দ করা	7
কে সাহায্য করতে পারবেন?	11
আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারবেন?	14
লেখাপড়ার পথসমূহ	17
শিক্ষায় এবং অগ্রগতিতে সহায়তা করা	18
ইয়ার 11-এ লেখাপড়ার পথ পছন্দ করা	22
বয়স 16 বছর পরবর্তী আর্থিক সাহায্য	26
বয়স 18 বছর পরবর্তী পথসমূহ	29
উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের চিন্তনীয় বিষয়সমূহ	33

এখন কোন্ পথ ধরবে? ইয়ার 9-এ কিভাবে সাবজেক্ট (পাঠ্যবিষয়) পছন্দ করবে। ইয়ার 10 এবং 11-এ শিক্ষাকোর্স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা পছন্দ করার ব্যাপারে উপরোল্লেখিত বইটি আপনার উঠতি বয়সের সন্তানকে সাহায্য করতে পারবে।

এটা আপনার পছন্দ। ইয়ার 10 ও 11 ক্লাসের ছাত্রছাত্রীদের সামনে চাকরি এবং লেখাপড়ার খোলা পথগুলো সম্পর্কে এতে তথ্য রয়েছে। 16 বছর পরবর্তী শিক্ষার পথ পছন্দ করার ব্যাপারে উপরোল্লেখিত বইটি আপনার সন্তানকে সাহায্য করবে।

উপরের যে কোনো বইয়ের একটি কপি আপনার সন্তানের স্কুল থেকে তাকে দেওয়ার কথা। বিকল্প হিসাবে ইন্টারনেটে **www.connexions-direct.com/whichwaynow** ওয়েবসাইটে এক কপি বই ডাউনলোড করে নিতে পারবেন অথবা হুইচ ওয়ে নাও (Which way now?) নামের পরষ্পর সক্রিয় (ইন্টারেক্টিভ) বইটি পড়ে নিতে পারবেন। অন্যদিকে **www.connexions-direct.com/itsyourchoice** ওয়েবসাইটে গিয়ে 'এটা আপনার পছন্দ (It’s your choice)' নামের বইটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। ডি.সি.এস.এফ পাবলিক্যাশন্স (DCSF Publications)-কে 0845 602 2260 নাম্বারে ফোন করেও বইয়ের অর্ডার দিতে পারবেন।

সকলের জন্য সাফল্য

শিক্ষা ব্যবস্থায় পুন:সংস্কার
পছন্দ, নমনীয়তা এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা ভাবে তৈরিকৃত শিক্ষাকর্মসূচী - এগুলো হল স্কুলে আজকালকার উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য অনেকগুলো আকর্ষনীয় নতুন শিক্ষার কয়েকটি উদাহরণ। আপনার সন্তানের আগ্রহ এবং মেধা যাই হোক না কেন, তার উপযুক্ত কোনো না কোনো কিছু আছেই। আপনার সন্তানের জন্য মানানসই একটা না একটা শিক্ষাগত যোগ্যতা আছেই যা শিক্ষার জগত পার করে তাকে পৌছে দেবে কর্মজগতে।

14-19 বছর বয়সীদের শিক্ষা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা হচ্ছে, যেমন:

- দ্রুত পরিবর্তনশীল এই পৃথিবীর চাহিদা পূরণ করার মত উপযুক্ত ও সঠিক পারদর্শীতা যাতে যুব সমাজ অর্জন করতে এবং সারা জীবন জ্ঞান অর্জন করে যেতে পারে সে জন্য শিক্ষার মান বাড়ানো হচ্ছে
- যুব সমাজ যাতে তাদের নিজ নিজ প্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে পারে সে লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার নমনীয়তা বাড়ানো হচ্ছে
- নানান ধরনের শিক্ষা কৌর্স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার সুযোগ প্রদান করা হচ্ছে, যা যুব সমাজকে অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করতে সাহায্য করবে।

এসব পরিবর্তন আপনার সন্তানের জন্য কি ধরনের উপকার বয়ে আনবে?
পরিবর্তনগুলো উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের সামনে যে সুযোগগুলো নিয়ে আসছে সেগুলো হল, শিক্ষার পথগুলোর নমনীয়তা বাড়ানো হয়েছে। ছাত্রছাত্রীরা সিদ্ধান্তগ্রহণের প্রতিটি পর্যায়ে নিজেদের সবচেয়ে উপযুক্ত পথটি বেছে নিতে পারবে। **17নং পৃষ্ঠাগুলোতে** শিক্ষার বিভিন্ন পথের একটি চিত্র দেওয়া হয়েছে। চিত্রটি লক্ষ্য করলে আপনি দেখতে পারবেন যে, বর্তমানে যেসব শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে সেগুলোর প্রতিটি একটি অগ্রগতিমূলক পথের সাথে সংযুক্ত রয়েছে। তাছাড়া আরো দেখতে পাবেন যে, ছাত্রছাত্রীরা কিভাবে অতি সহজে কোনো একটি পথ ছেড়ে দিয়ে অন্য পথ ধরতে পারবে।

নতুন কি কি যোগ করা হয়েছে?
ডিপ্লোমা
এটি এক ধরনের নতুন শিক্ষাগত যোগ্যতা যা বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদান (টিচিং) এবং শিক্ষালাভ (লার্নিং) এর উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য এটি একটি আকর্ষনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা। ডিপ্লোমাতে রয়েছে ক্লাসরুমের শিক্ষা এবং হাতে-কলমে শিক্ষার অভিজ্ঞতা, এবং একজন চাকুরীদাতার সাথে কমপক্ষে দশ দিন কাজ করা।

14-19 বছর বয়সীদের এই নতুন শিক্ষাগত যোগ্যতার মূল বাণী হল *'ব্রিংগিং লার্নিং টু লাইফ (জীবনে শিক্ষার সঞ্চার করা)'*। ডিপ্লোমার অংশ হিসাবে ছাত্রছাত্রীরা তাদের চয়নকৃত পাঠ্যবিষয়ের পাঠ্যাংশগুলো (যাকে বলা হয় লাইন অব লার্নিং বা শিক্ষা বিষয়) অধ্যয়ন করবে এবং ইংরেজি, অংক এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আই.সি.টি) বিষয়ে সহ, নানান বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করবে। তাছাড়া ছাত্রছাত্রীরা কিছু বাড়তি শিক্ষাগত এবং বিশেষজ্ঞমূলক কৌর্সও পছন্দ করতে পারবে। চাকুরীদাতা, স্কুল, কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে পার্টনারশিপের ভিত্তিতে ডিপ্লোমা কৌর্সের পরিকল্পনা করা হয়েছে। তিনটি লেভেলে (পর্যায়ে) ডিপ্লোমা কৌর্স করা যায়। ডিপ্লোমা কৌর্স এমন ভাবে পরিকল্পনা করা হয়েছে যাতে সকল পথ খোলা রেখে আপনার সন্তান তার ভবিষ্যত জীবন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। উচ্চশিক্ষায়, ট্রেইনিং=এ এবং চাকুরী জীবনে পদার্পনের ভিত্তি হিসাবে সে ডিপ্লোমা কৌর্স ব্যবহার করতে পারবে।

সব এলাকায় ডিপ্লোমা কৌর্স এখনো চালু করা হয়নি। তবে নির্দিষ্ট কিছু স্কুলে, কলেজে এবং কাজ-ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে তা চালু করা হয়েছে। 2013 সাল নাগাদ দেশের যে কোনো উঠতি বয়সের ছেলে বা মেয়ে সকল ডিপ্লোমা সাবজেক্টে ডিপ্লোমা কৌর্স নিতে পারবে।

ডিপ্লোমা সম্পর্কে আরো জানার জন্য **7-10নং পৃষ্ঠায়** 'ইয়ার 9-এ সাবজেক্ট পছন্দ করা' অংশটুকু পড়ে নিন।

ইয়াং এপ্রেন্টিসশিপ সম্প্রসারিত করা হয়েছে
ইয়াং এপ্রেন্টিসশিপ এমন একটি কৌর্স যেটি নিলে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার সাথে সাথে কর্মজগতের স্বাদও নিতে পারবে। 14-16 বছর বয়সের ছেলেমেয়েরা এই কৌর্স নিতে পারে। এই কৌর্স চালুর পর থেকে তা বিরাট সাফল্য লাভ করেছে। দিনে দিনে এই কৌর্সে যোগদানকারীদের সংখ্যা বেড়েই চলছে। তাই এটিকে সম্প্রসারিত করা হবে যাতে করে আরো বেশি চাকুরী খাতে এই কৌর্সটি করা যায়।

ইয়াং এপ্রেন্টিসশিপ সম্পর্কে আরো জানার জন্য **7-10নং পৃষ্ঠায়** 'ইয়ার 9-এ সাবজেক্ট পছন্দ করা' অংশটুকু পড়ে নিন।

জি.সি.এস.ই-তে আনীত পরিবর্তন

- জি.সি.এস.ই-তে বড় যে পরিবর্তন আনা হচ্ছে তা হল কৌসওয়ার্কের পরিবর্তে আভ্যন্তরীন পরীক্ষার প্রর্বতন করা হবে। এর অংশ হিসাবে ছাত্রছাত্রীরা স্কুলে নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় প্রকল্পের কাজ করবে।
- 2009 সালের সেপ্টেম্বর থেকে ইংরেজি লিটারেচার, জিওগ্রাফি এবং হিস্ট্রি সহ, সর্বমোট নয়টি সাবজেক্টে কৌসওয়ার্কের পরিবর্তে আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন (স্কুল ভিত্তিক পরীক্ষা) চালু করা হবে।

জি.সি.এস.ই সম্পর্কে আরো জানার জন্য **7-10নং পৃষ্ঠায়** 'ইয়ার 9-এ সাবজেক্ট পছন্দ করা' অংশটুকু পড়ে নিন।

A লেভেলে আনীত পরিবর্তন

- অধিকাংশ সাবজেক্টের চারটি ভাগ থাকবে।
- পরীক্ষার প্রশ্ন আরো কঠিন এবং বর্ণানমূলক করা হবে। 2010 সাল থেকে সবচেয়ে বেশি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের সাফল্যের স্বীকৃতি দানের জন্য একটি নতুন গ্রেইড প্রদান করা হবে।
- সম্প্রসারিত প্রকল্পটি হবে একটি লেভেল 3 সমমানের নতুন শিক্ষাগত যোগ্যতা যা উচ্চশিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসমূহ অর্জন করতে সাহায্য করে। এটি এডভান্সড ডিপ্লোমার জন্য বাধ্যতামূলক অংশ এবং তা A লেভেল কৌসগুলোতেই একটি পছন্দ হিসাবে নেওয়া যায়।

22-25নং পৃষ্ঠায় 'ইয়ার 11-এ শিক্ষার পথ পছন্দ করা' অংশে A লেভেল সম্পর্কে আরো তথ্য রয়েছে।

মৌলিক দক্ষতা (ফাংশন্যাল স্কিলস)
ইংরেজি, অংক এবং আই.সি.টি-তে অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতাগুলোকে বলা হয় মৌলিক দক্ষতা বা ফাংশন্যাল স্কিলস। এগুলো প্রত্যেকেরই দৈনন্দিন জীবনে যেমন বাড়িতে, শিক্ষাক্ষেত্রে, বাইরে এবং কর্মস্থলে দরকার হয়। প্রতিটি ডিপ্লোমায়ই মৌলিক দক্ষতা শিক্ষা দেওয়া হয়। এগুলো শীঘ্রই সম্পর্কযুক্ত জি.সি.এস.ই পাঠ্যবিষয়ের এবং ইয়াং এপ্রেন্টিসশিপের মত কৌসগুলোতেও শিক্ষা দেওয়া হবে। 2010 সাল থেকে এগুলোর প্রতিটি বিষয়ে আলাদা ভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা যাবে।

শিক্ষাগত যোগ্যতার সাথে লেভেলগুলোর সম্পর্ক
প্রতিটি শিক্ষাগত যোগ্যতাকে নয়টি লেভেলে ভাগ করা হয়েছে এবং প্রতিটি লেভেলের একটি করে নিজস্ব কাঠামো রয়েছে। প্রতিটি লেভেলে শিক্ষার্থীর দক্ষতা বিবেচনায় নেওয়া হয়। শিক্ষাগত যোগ্যতার লেভেল যত বেশি হবে জ্ঞান, দক্ষতা এবং বোধগম্যতা তত বেশি হবে।

প্রতিটি শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য যে শিক্ষাকৌর্স করতে হয় সেগুলো বিষয়বস্তু, শিক্ষালাভের প্রণালী, পরীক্ষা প্রণালী ইত্যাদির দিক দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলোর নিম্নতম পর্যায়টি হচ্ছে এন্ট্রি লেভেলে সার্টিফিকেট অব এচিভমেন্ট এবং উচ্চতম পর্যায়টি হচ্ছে পোস্ট গ্রাজুয়েট (স্নাতকোত্তর ডিগ্রি) এবং পেশাদারী শিক্ষাগত যোগ্যতা।

নিচে প্রতিটি লেভেলে নানান ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতার শ্রেণীভুক্তকরণ দেখানো হয়েছে। অন্যদিকে 17নং পৃষ্ঠায় এক লেভেল থেকে অন্য লেভেলে উন্নীত হওয়ার সময় আপনার সন্তান তার লক্ষ্যে পৌছার জন্য কিভাবে ভিন্ন ভিন্ন পথ ধরতে পারবে তা দেখতে পারবেন।

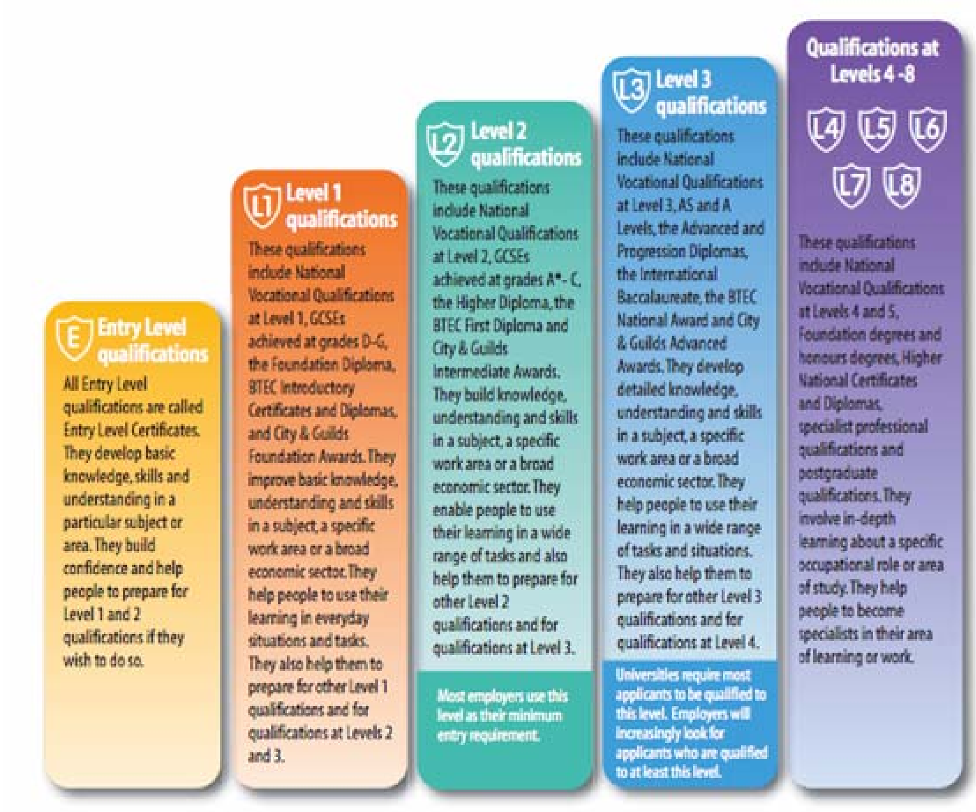

এন্ট্রি লেভেল শিক্ষাগত যোগ্যতা

প্রতিটি এন্ট্রি লেভেল শিক্ষাগত যোগ্যতাকে বলা হয় এন্ট্রি লেভেল সার্টিফিকেটস। এই শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য লেখাপড়া করলে কোনো একটি বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা মৌলিক জ্ঞান, দক্ষতা এবং বোধগম্যতা অর্জন করে। এগুলো ছাত্রছাত্রীদেরকে আত্ম-বিশ্বাসী করে তুলে এবং লেভেল 1 এবং লেভেল 2 সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করে তুলে, যদি ছাত্রছাত্রীরা ঐ লেভেলগুলো অর্জনের জন্য পড়াশোনা করতে চায়।

লেভেল 1 শিক্ষাগত যোগ্যতা

এই শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলোর মধ্যে রয়েছে ন্যাশন্যাল ভোকেশন্যাল কোয়ালিফিক্যাশন্স লেভেল 1, D-G গ্রেইডে জি.সি.এস.ই, ফাউন্ডেশন ডিপ্লোমা, বিটেক ইনট্রোডাক্টরি সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা, এবং সিটি এন্ড গিল্ডস ফাউন্ডেশন এওয়ার্ডস। এগুলো কোনো একটি সাবজেক্টে, নির্দিষ্ট একটি কাজে অথবা ব্যাপক অর্থনৈতিক খাতে ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান, দক্ষতা এবং বোধগম্যতা উন্নত করে। এগুলো দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন পরিস্থিতিতে এবং কাজকর্মে অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করতে সাহায্য করে। তাছাড়া অন্যান্য লেভেল 1 সমমানের এবং লেভেল 2 ও 3 সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত হতেও তা ছাত্রছাত্রীদেরকে সাহায্য করে।

লেভেল 2 শিক্ষাগত যোগ্যতা

এই শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলোর মধ্যে রয়েছে লেভেল 2 সমমানের ন্যাশন্যাল ভোকেশন্যাল কোয়ালিফিক্যাশন, A*-C গ্রেইডে জি.সি.এস.ই, হাইয়ার ডিপ্লোমা, বিটেক ফার্স্ট ডিপ্লোমা এবং সিটি এন্ড গিল্ডস ইন্টারমেডিয়েট এওয়ার্ড। এগুলো নির্দিষ্ট একটি সাবজেক্টে, নির্দিষ্ট একটি কাজে বা অর্থনৈতিক খাতের ব্যাপক ক্ষেত্রে জ্ঞান, বোধগম্যতা এবং দক্ষতা প্রদান করে। এগুলো অনেক ধরনের কাজে জ্ঞান ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তুলে। তাছাড়া অন্যান্য লেভেল 2 সমমানের এবং লেভেল 3 সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্যও এগুলো প্রস্তুত করে তুলে।

অধিকাংশ চাকুরীদাতাই এই লেভেলকে কর্মচারী নিয়োগের নিম্নতম যোগ্যতা হিসাবে ব্যবহার করে থাকে।

লেভেল 3 শিক্ষাগত যোগ্যতা

এই শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলোর মধ্যে রয়েছে লেভেল 3 সমমানের ন্যাশন্যাল ভোকেশন্যাল কোয়ালিফিক্যাশন, AS এবং A লেভেল, এডভান্সড এবং প্রোগ্রেশন ডিপ্লোমা, ইন্টারন্যাশন্যাল বাক্কালরিয়েট, বিটেক ন্যাশন্যাল এওয়ার্ড এবং সিটি এন্ড গিল্ডস এডভান্সড এওয়ার্ড। এগুলো নির্দিষ্ট একটি সাবজেক্টে, নির্দিষ্ট একটি কাজে বা অর্থনৈতিক খাতের ব্যাপক ক্ষেত্রে জ্ঞান, বোধগম্যতা এবং দক্ষতা প্রদান করে। এগুলো অনেক ধরনের কাজে এবং পরিস্থিতিতে জ্ঞান ব্যবহার করার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদেরকে গড়ে তুলে। তাছাড়া অন্যান্য লেভেল 3 সমমানের এবং লেভেল 4 সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্যও শিক্ষার্থীদেরকে এগুলো প্রস্তুত করে তুলে।

ইউনিভার্সিটিগুলোতে ভর্তি হতে হলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই লেভেলের শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হয়। চাকুরীদাতারা কমপক্ষে এই লেভেলের শিক্ষাগত যোগ্যতাধারী প্রার্থীদের সন্ধান করে থাকেন।

লেভেল 4 - 8 শিক্ষাগত যোগ্যতা

এই লেভেলগুলোর শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলোর মধ্যে রয়েছে লেভেল 4 এবং 5 ন্যাশন্যাল ভোকেশন্যাল কোয়ালিফিক্যাশন, ফাউন্ডেশন ডিগ্রি ও অনার্স ডিগ্রি, হাইয়ার ন্যাশন্যাল সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা, বিশেষজ্ঞমূলক পেশাদারী শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং স্নাতকোত্তর শিক্ষাগত যোগ্যতা। এই লেভেলের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে হলে নির্দিষ্ট কোনো পেশা বা সাবজেক্টের উপর বিশেষজ্ঞমূলক গভীর জ্ঞান অর্জন করতে হয়। যে সাবজেক্টে বা পেশার উপর শিক্ষার্থীরা লেখাপড়া করবে সেটির উপর বিশেষজ্ঞ হতে এসব শিক্ষাগত যোগ্যতা সাহায্য করে।

ইয়ার 9-এ সাবজেক্ট পছন্দ করা

ইয়ার 10 এবং 11-এ কি কি শিক্ষার কৌর্স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার জন্য লেখাপড়া করবে সে বিষয়ে ইয়ার 9-এ আপনার সন্তানকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। এই সময়টা খুব মূল্যবান। তাই আপনার সাহায্য তার দরকার হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা থাকতে পারে।

প্রত্যেককেই নিম্নলিখিত মৌলিক সাবজেক্টগুলো নিতেই হয়:

- ইংলিশ
- ম্যাথেম্যাটিক্স (অংক)
- সাইন্স (বিজ্ঞান)

এসব সাবজেক্টে আপনার সন্তানকে একটি পরীক্ষা, সাধারণত জি.সি.এস.ই পরীক্ষা, দিতে হবে।

উপরের তিনটি সাবজেক্ট ছাড়াও আরো কিছু সাবজেক্ট রয়েছে যেগুলো বাধ্যতামূলক ভাবে নিতে হয়, যেমন:

- ইনফর্মেশন এন্ড কমিউনিক্যাশন টেকনোলজি (আই.সি.টি)
- ক্যারিয়ার্স এজুক্যাশন (পেশা শিক্ষা)
- সিটিজেনশিপ (নাগরিকত্ব)
- ফিজিক্যাল এজুক্যাশন বা ব্যায়াম শিক্ষা (পি.ই)
- রিলিজিয়াস স্টাডিজ (ধর্ম শিক্ষা)
- সেক্স এন্ড রিলেশনশিপ এজুক্যাশন (যৌন সম্পর্ক এবং মনের সম্পর্ক শিক্ষা)
- চাকুরীর সাথে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষা।

সব স্কুলই উপরোক্ত সাবজেক্টগুলো ছাত্রছাত্রীদেরকে নেওয়ার সুযোগ দিতে বাধ্য রয়েছে। তবে কোনো একটা কৌর্স শেষ করার পর শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রদান করা হবে কি না সে ব্যাপারে তারা সিদ্ধান্ত নিতে পারবে। কোনো স্কুলে উপরোক্ত সাবজেক্টগুলো ছাড়াও আরো বাধ্যতামূলক সাবজেক্ট থাকতে পারে।

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং শিক্ষা কৌর্স

সব স্কুলে একই ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং শিক্ষা কৌর্স থাকে না। সুতরাং আপনার সন্তানের স্কুলে কি কি রয়েছে তা স্কুলের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নিন। একেকটি স্কুলে সাবজেক্ট এবং কৌর্স এবং সেগুলোর লেভেল একেক রকমের হয়ে থাকে। আপনার সন্তানের জন্য যা গুরুত্বপূর্ণ তা হল এমন একটি কৌর্স পছন্দ করা যেটিতে সে আগ্রহ বোধ করে এবং যা তার মেধা ও সামর্থ্যের উপযুক্ত। এতে তার লেখাপড়ায় সাফল্য অর্জন করার এবং বয়স 16 বছর পার হওয়ার পর লেখাপড়া বা ট্রেইনিং চালিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকবে।

জেনারেল সার্টিফিকেট অব সেকেন্ডারি এজুক্যাশন (জি.সি.এস.ই)

ইয়ার 10 এবং 11 এর অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী জি.সি.এস.ই পাশ করার জন্য লেখাপড়া করে। পূর্ব্বে উল্লেখিত মৌলিক এবং বাধ্যতামূলক সাবজেক্টগুলো ছাড়াও অধিকাংশ স্কুলে আরো অনেক সাবজেক্ট থাকে যেগুলো থেকে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের পছন্দ মত সাবজেক্ট বেছে নেয়। বাড়তি সাবজেক্টগুলোর অনেকগুলোই পরিচিত সাবজেক্ট হয়ে থাকে। তবে এই পর্য্যায়ে নতুন কিছু সাবজেক্টও থাকতে পারে। তাছাড়া ব্যবহারিক কাজ বেশি করতে হয় এমন কিছু সাবজেক্ট, যেমন স্বাস্থ্য ও সামাজিক পরিচর্য্যা বা লেসার এন্ড টুরিজম, ইত্যাদি সাবজেক্টও থাকতে পারে।

- জি.সি.এস.ই শেষ করতে সাধারণত দুই বছর লাগে।
- ডাবোল এওয়ার্ডের জি.সি.এস.ই সাবজেক্টে অনেক ধরনের বিষয় পড়ানো হয় এবং তা দুইটি সম্পূর্ণ জি.সি.এস.ই-র সমান। ডাবোল এওয়ার্ডের জন্য সাধারণত ছাত্রছাত্রীদেরকে সংশ্লিষ্ট সাবজেক্টের লেখাপড়ায় বেশি সময় ব্যয় করতে হবে।
- জি.সি.এস.ই-তে কোনো কোনো সাবজেক্টে, যেমন সিটিজেনশিপ শিক্ষা 'সংক্ষিপ্ত কৌর্স' হিসাবে নেওয়া যায় যা অর্ধেক জি.সি.এস.ই-র সমান। এই ক্ষেত্রে সময়ের উপর প্রভাব পড়বে এবং অন্যান্য সাবজেক্টের চেয়ে ছাত্রছাত্রীদের কম সময় ব্যয় হবে।

বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে সম্পর্ক সম্পর্কে এবং এগুলো কোথায় নিয়ে যাবে, ইত্যাদি সম্পর্কে জানার জন্য 17নং পৃষ্ঠায় 'বিভিন্ন ধরনের শিক্ষার পথ' চিত্রটি দেখে নিন।

এন্ট্রি লেভেলের কৌর্সসমূহ
আপনার সন্তানের কাছে যদি জি.সি.এস.ই কঠিন লাগে তবে সে এন্ট্রি লেভেলের কৌর্স নিতে পারে। এসব কৌর্স করলে 'সার্টিফিকেট অব এচিভমেন্ট' নামের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা যায়। পরীক্ষা, কৌর্সওয়ার্ক এবং কি কি বিষয়ে সাফল্য লাভ করেছে তার একটি নির্দশনের দ্বারা ছাত্রছাত্রীদেরকে মূল্যায়ন করা হয়। এগুলো শেষ করার পর জি.সি.এস.ই বা লেভেলে 1 এবং 2 সমমানের কৌর্স করার যোগ্যতাও অর্জন করা যায়। আপনার সন্তানের স্কুল এ ধরেনর কি কি কৌর্সের সুযোগ প্রদান করছে তা জেনে নিন।

ডিপ্লোমা

- যেসব ছাত্রছাত্রী ডিপ্লোমা পছন্দ করবে তারা জি.সি.এস.ই-র সাথে সাথে অথবা জি.সি.এস.ই-র পরিবর্তে তা করতে পারবে। ডিপ্লোমার অংশ হিসাবে তাদেরকে ইংলিশ, ম্যাথেম্যাটিক্স এবং আই.সি.টি সাবজেক্টগুলোও নিতে হবে।
- বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাদান এবং শিক্ষাগ্রহণ পদ্ধতির ভিত্তিতে এটি একটি নতুন শিক্ষাগত যোগ্যতা।
- বর্তমানে দশটি ডিপ্লোমার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে আরো ডিপ্লোমা শীঘ্রই যোগ করা হবে।
- ডিপ্লোমা ক্লাসরুমের শিক্ষার সাথে হাতে-কলমের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটায়, যার মধ্যে রয়েছে কোনো একজন চাকুরীদাতার জন্য অন্ততপক্ষে দশ দিন কাজ করা।
- ডিপ্লোমার কতগুলো উপাদান রয়েছে। কিছু উপাদান বাধ্যতামূলক এবং কিছু উপাদান ঐচ্ছিক। বাধ্যতামূলক উপাদানগুলোর মধ্যে রয়েছে আপনার সন্তানের পছন্দকৃত সাবজেক্টের ('লাইন অব লার্নিং' নামে পরিচিত) মূল বিষয়গুলো সম্পর্কে জানা এবং মৌলিক দক্ষতাগুলো অর্জন করা যেগুলো চাকুরীদাতা, ইউনিভার্সিটি এবং কলেজগুলো চেয়ে থাকে। ঐচ্ছিক উপাদানগুলোর মধ্যে থাকতে পারে বিশেষজ্ঞমূক কৌর্স যা আপনার সন্তানের পছন্দকৃত সাবজেক্টে গভীর জ্ঞান প্রদান করবে, অথবা জ্ঞান প্রসারকারী ভিন্ন কোনো কিছু প্রদান করবে।
- মূল্যায়নের মধ্যে রয়েছে পরীক্ষা এবং কৌর্সওয়ার্ক।
- ডিপ্লোমার সকল ছাত্রছাত্রীদেরকেই একটি প্রোজেক্ট (প্রকল্প) সম্পন্ন করতে হয়, যা তাদের অর্জিত জ্ঞান এবং দক্ষতা প্রদর্শন করবে।

ডিপ্লোমার তিনটি লেভেল রয়েছে, যেমন:

- ফাউন্ডেশন ডিপ্লোমা যা লেভেল 1 সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা। এটি পাচটি জি.সি.এস.ই-র সমান।
- হাইয়ার ডিপ্লোমা যা লেভেল 2 সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা। এটি সাতটি জি.সি.এস.ই-র সমান।
- 16 বছরের বেশি বয়সের শিক্ষার্থীদের জন্য এডভান্সড ডিপ্লোমা যা লেভেল 3 সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা। থ্রি-এন্ড-এ-হাফ A লেভেল করতে যত সময় লাগে এটি করতেও ঠিক সেই সময় লাগে। এর একটি বিকল্প হল প্রোগ্রেশন ডিপ্লোমা (এটিও লেভেল 3 সমমানের)। টু-এন্ড-এ-হাফ A লেভেল করতে যত সময় লাগে এটি করতেও ঠিক একই সময় লাগে। যেসব ছাত্রছাত্রী এডভান্সড ডিপ্লোমার পুরোটা করতে চায় না তাদের জন্য এটি উপযুক্ত হতে পারে।

2009 সালে যে বিষয়গুলোতে ডিপ্লোমা করা যাবে সেগুলো হল:
বিজনেস, এডমিনিস্ট্রেশন এন্ড ফাইন্যান্স
কনস্ট্রাকশন এন্ড দি বিল্ট এনভায়রনমেন্ট
ক্রিয়েটিভ এন্ড মিডিয়া
ইঞ্জিনিয়ারিং
এনভায়রনমেন্টাল এন্ড ল্যান্-বেইজড স্টাডিজ
হেয়ার এন্ড বিউটি স্টাডিজ
হসপিটালিটি
ইনফর্মেশন টেকনোলজি
ম্যানুফ্যাকচারিং এন্ড প্রোডাক্ট ডিজাইন
সোসাইটি, হেলথ এন্ড ডেভেলাপমেন্ট

যেহেতু ডিপ্লোমা একটি নতুন শিক্ষাগত যোগ্যতা সেহেতু তা সকল জায়গায় করা যায় না। আপনার এলাকায় তা করার সুযোগ আছে কি না তা অনলাইনে '14-19 এরিয়া প্রোসপেক্টাস' পড়ে জেনে নিন। এই প্রোসপেক্টাস পড়ার উপায় সম্পর্কে তথ্য এই ওয়েবসাইটে পাবেন: **www.direct.gov.uk/14-19prospectus**
ডিপ্লোমা সম্পর্কে আরো জানতে হলে এই ওয়েবসাইটে যান: **www.direct.gov.uk/diplomas**

কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা
কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত কোর্স নেওয়ার সুযোগ রয়েছে এমন কোনো স্থানীয় কলেজের সাথে আপনার সন্তানের স্কুলের যোগাযোগ থাকতে পারে। এ পথটি বেছে নিলে আপনার সন্তানকে সাধারণত স্কুলের বাইরে কোথাও সপ্তাহের কিছু দিন শিক্ষা অর্জন করতে হবে। অনেক ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এই ধরনের কোর্স করার সুযোগ প্রদান করে। অর্জিত শিক্ষাগত যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে, উদাহরণস্বরূপ, লেভেল 1 এবং 2 সমমানের 'এন.ভি.কিউ' এবং লেভেল 1 এবং 2 সমমানের 'সিটি এন্ড গিল্ডস'। ছাত্রছাত্রীদেরকে সাধারণত ব্যবহারিক কাজের মাধ্যমে মূল্যায়ন করা করে দেখা হয় তারা কতটুকু দক্ষতা এবং জ্ঞান অর্জন করেছে।

ইয়াং এপ্রেন্টিসশিপস (ওয়াই.এ)
ইয়াং এপ্রেন্টিসশিপ করার সুযোগ প্রদানকারী স্কুলের সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ছে, যাতে করে ছাত্রছাত্রীরা নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে কাজ-ভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এই ধরনের কোর্সের অংশ হিসাবে ছাত্রছাত্রীদেরকে সপ্তাহের তিন দিন স্কুলে মৌলিক সাবজেক্টগুলো অধ্যয়ন করতে হয় এবং বাকী দুইদিন কোনো কলেজে বা ট্রেইনিংদাতার সাথে কাটাতে হয় নতুবা একজন যথাযথ চাকুরীদাতার জন্য কাজ করতে হয়।

ওয়াই.এ কোর্স শেষ করার পর ছাত্রছাত্রীরা সরাসরি তাদের পছন্দের সাবজেক্টে ফুলটাইম এপ্রেন্টিসশিপে ভর্তি হতে পারবে অথবা স্কুলে কিংবা কলেজে অন্য কোনো ফুলটাইম শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য লেখাপড়া করতে পারবে। আপনার সন্তানের স্কুলে ইয়াং এপ্রেন্টিসশিপ করার সুযোগ রয়েছে কি না তা স্কুলের সাথে যোগাযোগ করে জেনে নিন।

14-19 বছর বয়সে শিক্ষার কোর্স পছন্দ করা
স্থানীয় ভাবে কি কি কোর্স করার সুযোগ রয়েছে সে সম্পর্কে যদি আপনি জানতে চান, তবে এই ওয়েবসাইটে যান: **www.direct.gov.uk/14-19prospectus**
এই ওয়েবসাইট 14-19 এরিয়া প্রোসপেক্টাসের সাথে সংযোগ দেবে। সেখানে গিয়ে 'Where do you live?' এর উপর ক্লিক করুন। ক্লিক করার পর আপনি একটি ম্যাপ দেখতে পারবেন। ঐ ম্যাপ ব্যবহার করে আপনার এলাকার প্রোসপেক্টাস (কোর্স নির্দেশিকা) দেখতে পারবেন।

ড্যানিয়েলের কথা
ড্যানিয়েল ইয়ার 9-এ পড়ালেখা করছে। ইয়ার 10 এবং 11 এর জন্য সে ম্যাথেম্যাটিক্স, সাইন্স, ইংলিশ এবং হিস্ট্রির সাথে 'ক্রিয়েটিভ এন্ড মিডিয়া স্টাডি' বিষয় পছন্দ করেছে। একটি বিস্তৃত এবং কর্ম-ভিত্তিক কোর্স করার সুযোগ পেয়ে আনন্দিত হয়েছিল, যা তার সৃজনশীল মেধার বিকাশ ঘটানোর সুযোগ প্রদান করবে।

'আমি সদা সর্বদা ফিল্ম বা প্রোগ্রাম নির্মাতা হওয়ার ইচ্ছা পোষণ করতাম, পান্ডুলিপিকে সিনেমার বা টেলিভিশনের পর্দায় রূপান্তরিত করা আমার কাছে ভাল লাগত।'

ফিল্ম এবং মিডিয়া শিল্পের উপর সর্বদা আগ্রহ থাকার কারণে ড্যানিয়েলে দেখতে পারল যে ফিল্ম এন্ড মিডিয়া বিষয়ে ডিপ্লোমা করলে সে সৃজনশীল কাজে ভাষার ব্যবহার করতে পারবে এবং একই সাথে আই.সি.টি-তে তার দক্ষতা বাড়বে এবং এগুলোর পাশাপাশি কম্পিউটার বিষয়ে বাড়তি একটি দক্ষতা, যেমন এনিমেশন করা বা ছবিকে সচল করার কৌশল শিখতে পারবে।

ড্যানিয়েল মিডিয়ার সকল উপাদান অধ্যয়ন করতে পারবে। বিশেষ করে সে স্থানীয় কোনো একটি স্টুডিওতে টেলিভিশনের বিজ্ঞাপন তৈরির পদ্ধতি দেখতে চায়। তারপর এই অভিজ্ঞতা ব্যবহার করে স্থানীয় কাউন্সিলের অনুষ্ঠান প্রচারের একটি বিজ্ঞাপন লিখতে চায়।

ড্যানিয়েলের বাবা টেলিভিশন এবং ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করেন। তিনি ড্যানিয়েলের ডিপ্লোমা কোর্স পছন্দকে পুরোপুরি সমর্থন করেন। তিনি দেখতে পেলেন যে, কোর্সটি কেবলমাত্র ফিল্ম এবং মিডিয়া ক্ষেত্রে চাকুরি লাভেই সাহায্য করবে না বরং মৌলিক দক্ষতা এবং জি.সি.এস.ই বিষয়গুলোর সমন্বয়ে একটি ব্যাপক শিক্ষা প্রদান করবে।

ড্যানিয়েলের বাবা স্কুলের লেখাপড়া শেষ করার পর টিভি এবং ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ ধরেছিলেন। তিনি বলেন:

'*যদি কাজ ধরার আগে আমি এই ধরনের একটি কোর্স করতাম, তবে এ ইন্ডাস্ট্রিতে প্রবেশের পর আমি আরো বেশি সুবিধা পেতাম।*'

কে সাহায্য করতে পারেন?

মা-বাবা এবং অভিভাবকদের সাহায্যকে স্কুলগুলো সাদরে গ্রহণ করে থাকে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় আপনাকে তাদের শরীক করার কথা।

- স্কুলগুলো সাধারণত ইয়ার 9-এ কৌর্স বা সাবজেক্ট পছন্দ করা সম্পর্কে তথ্য কাগজে ছেপে মা-বাবাদেরকে দিয়ে থাকে। তাছাড়া এই তথ্য তাদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করে থাকে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একটি সন্ধ্যায় মিটিং ডেকে মা-বাবাদেরকে এই ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য দিয়ে থাকে।
- আপনি প্রত্যেক সাবজেক্ট টিচার এবং ফর্ম টিউটরের সাহায্য নিতে পারেন কারণ তারা আপনার সন্তানকে ভাল করে জানেন এবং প্রতিটি বিষয়ে সে কতটুকু ভাল বা খারাপ সে সম্পর্কে তারা অবগত আছেন।
- আপনার সন্তানের স্কুলে একজন ক্যারিয়ার কো-অর্ডিনেটর আছেন। কৌর্স পছন্দ করার ব্যাপারে তার পরামর্শ নিতে পারেন। বিশেষ করে কোনো একটা কৌর্স আগামীতে শিক্ষা, ট্রেইনিং এবং চাকুরী পছন্দ করার ক্ষেত্রে কতটুকু সাহায্যকর হবে বা না হবে সে সম্পর্কে পরামর্শ নিতে পারেন। তাছাড়া আপনার সন্তানকে পেশাশিক্ষার উপর শিক্ষা দেওয়া হবে। সেটির আওতায় ইয়ার 10 এবং 11 ক্লাসে কৌর্স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা বিক্ততার সাথে পছন্দ করা সম্পর্কে শিক্ষা দেওয়া হবে। সে কাজের অভিজ্ঞতার (ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স এর) গুরুত্ব সম্পর্কে এবং স্কুল পরবর্তী শিক্ষা, ট্রেইনিং এবং চাকুরীর ব্যাপারেও আগাম পরিকল্পনা করা সম্পর্কেও শিক্ষা গ্রহণ করবে।

আরো যারা সাহায্য করতে পারবেন

কানেকশন্স এর ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা (পার্সোন্যাল এডভাইজার)
কানেকশন্স এর পার্সোন্যাল এডভাইজার শিক্ষার কৌর্স, ট্রেইনিং এবং চাকুরীর ব্যাপারে তথ্য, পরামর্শ এবং দিক-নির্দেশ প্রদান করেন। কৌর্স পছন্দ করার ব্যাপারে তারা আপনার সন্তানকে সাহায্য করতে পারবেন। তারা স্কুলগুলোতে এবং স্কুলের বাইরে অন্যান্য সেন্টারগুলোতে যেমন ইয়ুথ ক্লাবে গিয়ে থাকেন। আপনার সন্তানকে সহায়তা করার জন্য আপনি যে ভূমিকা রাখেন সেই ভূমিকাকে তারা স্বীকৃতি দেন। স্কুলে বা স্থানীয় কানেকশন্স সেন্টারে তাদের সাথে দেখা করার ব্যবস্থা করতে পারবেন।

কানেকশন্স ডাইরেক্ট
এই সেবা ব্যবস্থাটি 13-19 বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য কাজ করে এবং তাদেরকে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নতুবা কানেকশন্স ডাইরেক্টের একজন পরামর্শদাতার সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে তথ্য এবং পরামর্শ প্রদান করে। উপরোক্ত বয়সের যুবক যুবতীদের মা-বাবা/অভিভাবকরাও এটির সেবা নিতে পারেন।

কানেকশন্স ডাইরেক্ট সারা সপ্তাহব্যাপী সকাল 8টা থেকে পরদিন সকাল 2টা পর্যন্ত ফোনকল গ্রহণ করে থাকে। তাদেরকে 080 800 13 2 19 নাম্বারে ফোন করুন, 07766 413 219 নাম্বারে টেক্স্ট পাঠান অথবা অনলাইনে একজন পরামর্শদাতার সাথে কথা বলুন নতুবা এই ওয়েবসাইট থেকে তাদেরকে ইমেইল করুন:
www.connexions-direct.com

কানেকশন্স এর সাহায্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য **33-35নং পৃষ্ঠায়** 'উঠতি বয়সে চিন্তনীয় বিষয়সমূহ' অংশটি পড়ে নিন।

ভলান্টিয়ার এবং লার্নিং মেন্টর
অনেক স্কুলে ভলান্টিয়ার (স্বেচ্ছাসেবক) এবং লার্নিং মেন্টর (শিক্ষায় সহায়তাকারী) আছেন। আপনার সন্তানের শিক্ষার পথে কোনো সমস্যা বাধা হয়ে দাড়ালে তা দূর করতে তারা আপনার সন্তানকে সাহায্য করবেন। আপনার সন্তানের স্কুলে মেন্টরিং কর্মসূচী আছে কি না তা স্কুলে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিতে পারেন।

লার্নিং সাপোর্ট ইউনিট
কিছু স্কুলে লার্নিং সাপোর্ট ইউনিট (পড়ালেখায় সহায়তাকারী বিভাগ) আছে। ক্লাসে ভাল না করলে ছাত্রছাত্রীরা এই বিভাগ থেকে সাহায্য নিতে পারবে। আপনার স্কুলে জিজ্ঞাসা করে এ ব্যাপারে বিস্তারিত জেনে নিন।

বুদ্ধি প্রতিবন্ধি এবং/অথবা ডিজেবোল্ড ছেলেমেয়েদের জন্য সাহায্য
শারীরিক বা মানসিক যে কোনো সমস্যার কিংবা ডিজেবোল্ড ছেলেমেয়েরা তাদের নিজ নিজ কানেকশন্স পার্সোন্যাল এডভাইজারের কাছ থেকে এবং স্কুলের স্পেশ্যাল নীডস কো-অর্ডিনেটর (SENCO) এর কাছ থেকে বাড়তি সাহায্য নিতে পারবে।

স্থানান্তর পরিকল্পনা
যেসব ছেলেমেয়ের 'স্টেইটমেন্ট অব স্পেশ্যাল এজুক্যাশন্যাল নীডস' রয়েছে তাদের জন্য আইন অনুযায়ী একটি ভবিষ্যত পরিকল্পনা থাকতে হবে। পরিকল্পনাটি ছাত্র/ছাত্রীর সাথে জড়িত সকল পক্ষের সম্মতিক্রমে তৈরি করতে হবে এবং তা একটি আনুষ্ঠানিক দলিলে লেখা থাকবে। এই দলিলটিকে কখনো কখনো বলা হয় 'ট্রানজিশন প্লান বা স্থানান্তর পরিকল্পনা'। আপনার সন্তান ইয়ার 9-এ থাকাকালে আপনাকে ও আপনার সন্তানকে একটি রিভিউ মিটিং (পর্যালোচনা বৈঠক)-এ যোগদানের অনুরোধ করা হবে। সে সময় ট্রানজিশন প্লানে যা যা থাকা প্রয়োজন বলে আপনি মনে করেন, সেগুলো সম্পর্কে আপনার মতামত রাখার সুযোগ পাবেন এবং টিচার ও স্পেশ্যাল নীডস কো-অর্ডিনেটরের সাথে তা নিয়ে আলাপ করতে পারবেন। আপনার সন্তানের কানেকশন্স পার্সোন্যাল এডভাইজারও এই পরিকল্পনাটির ব্যাপারে সাহায্য করবেন এবং তা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সাহায্য করে যেতে থাকবেন। আপনার সন্তানের বয়স 25 বছরে পৌঁছার পূর্ব পর্যন্ত কানেকশন্স এই সাহায্য করে যেতে থাকবে।

সাহায্য সহায়তার একটি নেটওয়ার্ক
সন্তানের বিশেষ, বা বাড়তি প্রয়োজন বা ডিজেবিলিটি থাকলে মা-বাবাদেরকে অনেক কিছু নিয়ে ভাবতে হয়, যেমন সেরা স্বাস্থ্যসেবা বা চিকিৎসা ব্যবস্থা পাওয়া, স্কুলে তাকে সাহায্য করার ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত সেবা এবং সুযোগ সুবিধা নিয়ে ভাবতে হয়। সাহায্য সহায়তার অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান নিয়ে গঠিত একটি নেটওয়ার্ক রয়েছে। নেটওয়ার্কটি উপরোক্ত প্রয়োজনগুলো মিটানোর ব্যাপারে আপনাকে সাহায্য প্রদান করবে এবং প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের যোগান দেবে।

নিচের ছকে কিছু সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানের নাম এবং ব্যবহারোপযোগী ওয়েবসাইট দেওয়া হল।

প্রতিষ্ঠানের নাম	**কি সাহায্য করে**	**টেলিফোন/ওয়েবসাইট**
কন্টাক্ট এ ফ্যামিলি	সাহায্য ও পরামর্শ প্রদান করে এবং একই পরিস্থিতির অন্যান্য পরিবারের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দেয়।	0808 808 3555 টেকস্ট ফোন: 0808 808 3556 **www.cafamily.org.uk**
ডাইরেক্টগভ: সরকারী সেবা ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে তথ্য	ডিজেবোল্ড লোকদের অধিকার, তাদের শিক্ষা ও প্রাপ্য বেনিফিট সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।	ইকুয়ালিটি এন্ড হিউম্যান রাইটস কমিশন: 0845 604 6610 টেকস্ট ফোন: 0845 604 6620 বেনিফিট অনুসন্ধান লাইন: 0800 882200 টেকস্ট ফোন: 0800 243355 **www.direct.gov.uk/DisabledPeople**
ডিজেবোল্ড প্যারেন্টস নেটওয়ার্ক	ডিজেবোল্ড মা-বাবাদেরকে এবং তাদের পরিবার ও বন্ধুদেরকে তথ্য এবং সাহায্য প্রদান করে।	0870 241 0450 **www.disabledparentsnetwork.org.uk**
ন্যাশন্যাল প্যারেন্ট পার্টনারশিপ নেটওয়ার্ক (**NPPN**)	ডিজেবোল্ড ছেলেমেয়েদের মা-বাবাদেরকে তথ্য, পরামর্শ ও সাহায্য প্রদান করে। স্থানীয় সেবা ব্যবস্থার সাথে যোগাযোগের বিবরণ দিতে এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিতে পারবে।	**www.parentpartnership.org.uk** আপনার সন্তানের স্কুলের স্পেশ্যাল নীডস কো-অর্ডিনেটরের কাছ থেকে বিস্তারিত জেনে নিন।
শ' ট্রাস্ট	চাকরি ও ট্রেইনিং সন্ধানকারী ডিজেবোল্ড লোকদের জন্য সাহায্য	01225 716300 **www.shaw-trust.org.uk**
স্কিল: ন্যাশন্যাল ব্যুরো ফর স্টুডেন্টস উইথ ডিজেবিলিটিজ	ডিজেবোল্ড ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা, ট্রেইনিং এবং কাজ সম্পর্কে তথ্য প্রদান করে।	0800 328 5050 টেকস্ট ফোন: 0800 068 2422 **www.skill.org.uk**
টিচারনেট	এটি একটি ওয়েবসাইট। এতে রয়েছে শিক্ষায় বিশেষ সাহায্য করা প্রয়োজন এমন ছেলেমেয়েদের মা-বাবা এবং অভিভাবকদের জন্য তথ্য।	**www.teachernet.gov.uk**

ট্রানজিশন ইনফর্মেশন নেটওয়ার্ক	অনেক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত একটি নেটওয়ার্ক যা ডিজেবোল্ড যুবক যুবতী, তাদের মা-বাবা এবং অভিভাবকদেরকে সাহায্য করে।	020 7843 6006 **www.transitioninfonetwork.org.uk**

জেইক এর কথা

জেইক ইয়ার 11-এ পড়ালেখা করছে। সে জি.সি.এস.ই সাবজেক্টগুলোর সাথে সাথে 'মোটর ভেহিকোল স্টাডিজ' সাবজেক্টটিও নিয়েছে। এ বিষয়ে সে লেভেল 1 সার্টিফিকেট অর্জন করতে চায়। এই কৌর্সের অংশ হিসাবে সে সপ্তাহে এক দিন কলেজে যায়।

মোটর ভেহিকোল স্টাডিজ নেওয়ার কারণ গাড়ির প্রতি জেইকের একটা আগ্রহ রয়েছে এবং সে ব্যবাহারিক কোনো একটা কিছু করতে চায়। তাছাড়া সে পি.ই এবং হিউম্যানিটিজ (মানবিক বিজ্ঞান) বিষয়গুলোতেও জি.সি.এস.ই পাশ করতে চেয়েছিল। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে সে তার টিচার, মা-বাবা এবং কানেকশন্সের ব্যক্তিগত পরার্মশদাতার সাথে তার পছন্দগুলো নিয়ে আলাপ করে নেয়।

সে কম সাবজেক্টে জি.সি.এস.ই করছে বলে তার মা-বাবা প্রথমত কিছুটা অখুশি ছিলেন। কিন্তু তাদেরকে নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে. যে কৌর্সটি সে নিচ্ছে সেটির দ্বারা সে একটি শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করবে এবং একই সাথে স্কুলে আরো সাতটি বিষয়ে জি.সি.এস.ই অর্জন করবে।

জেইক কৌর্সটি উপভোগ করেছে এবং কলেজে গিয়ে অনেক কিছু শিখেছে।

‘.কৌর্সটি করতে গিয়ে আমি আনন্দ লাভ করেছি। আমি নানান ধরনের লোকের সাথে পরিচিত হয়েছি। ব্যবহারিক কোনো একটা কিছু করা এবং সপ্তাহে এক দিন স্কুল থেকে ভিন্ন পরিবেশে যাওয়া আমার কাছে ভাল লেগেছে। লেখার কাজটি আমার কাছে অনেকটা কঠিন লাগে। তবে আমার দুই হাত দিয়ে আমি কি করতে পারি তা দেখানোর সুযোগ নিতে আমার কাছে ভাল লাগে।’

যদিও জেইক কৌর্সটি উপভোগ করেছে এবং ভাল গ্রেইড পেয়ে পাশ করেছে তথাপি সে কনস্ট্রাকশন (নির্মাণ) শিল্পে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ইয়ার 11 শেষ করার পর সে একটি এপ্রেন্টিসশিপ কৌর্স শুরু করার আশা করছে।

‘আমার লেভেল 1 সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে। এই যোগ্যতা ব্যবহার করে আমি অন্যান্য কৌর্সে ভর্তি হতে পারবো এবং আমি অনেক ব্যবহারিক দক্ষতা শিখেছি। আমি অপরিচিত লোকদের সাথে পরিচিত হয়েছি। আমার আত্ম-বিশ্বাস বেড়েছে যা ভবিষ্যতে আমার কাজে লাগবে।’

আপনি কিভাবে সাহায্য করতে পারেন?

আপনার সন্তানকে সিদ্ধান্ত-গ্রহণ প্রক্রিয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে রাখবেন। গুরুত্ব সহকারে সে যেন সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা রাখে। তবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে আপনার সহায়তা তার দরকার হবে। তাকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে শরীক হতে উৎসাহিত করুন এবং বোঝাতে চেষ্টা করুন যে নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিজের উপর নেওয়ার এটি একটি উপায়। সে সকল পথ ভেবে দেখেছে কি না তা যাচাই করে নিন। সে যা পছন্দ করছে তা ইয়ার 10 এবং 11 ছাড়াও ভবিষ্যতে কাজে লাগবে কি না তাও যাচাই করে নিন।

প্রথমে যতটুকু সম্ভব তথ্য সংগ্রহ করুন।
সাহায্য করতে হলে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন ধরনের আগ্রহ মিটানোর জন্য এবং তাদের এবং শিখন পদ্ধতি অনুসারে পাঠ্যক্রম (কারিকুলাম) কিভাবে পরিবর্তন হচ্ছে তা জানা ও বোঝা অত্যাবশ্যক। বিভিন্ন ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং কৌর্স সম্পর্কে যতটুকু সম্ভব জেনে নিন।

সাহায্য ও পরামর্শ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানার জন্য **11-13নং পৃষ্ঠায়** "আর কে সাহায্য করতে পারেন" নামের অংশটি পড়ে নিন।

সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাব বিস্তারকারী বিষয়গুলো মনে রাখবেন
আপনার সন্তান ভুল কারণে সিদ্ধান্ত নিয়েছে কি না তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করুন। ভুল কারণে সিদ্ধান্তগুলোর কিছু উদাহরণ হল:

- তার বন্ধুরা কোনো একটি কৌর্স বা পাঠ্যবিষয় নিয়েছে। তাই সেও তা নিতে চায়। কৌর্সটি তার জন্য উপযুক্ত হোক বা নাই হোক। আপনার সন্তান যদি তাই করে থাকে, তবে এমন একটি ক্লাস করতে তাকে সাহায্য করুন যেটিতে তার বন্ধুরা থাকবে না। তার পছন্দের এমন একটি কৌর্স করতে সাহায্য করুন যেখানে তার বন্ধুরা থাকবে না তবে বিরতির সময় এবং ছুটির পরে তাদের সাথে দেখা করতে পারবে। ঐ কৌর্সে যোগ দিয়ে সে হয়তো নতুন বন্ধুত্বও গড়ে তুলতে পারে।
- কোনো একটা সাবজেক্টের বা কৌর্সের শিক্ষককে ভাল লাগে। আপনার সন্তান যদি এই কারণে কোন কৌর্স পছন্দ করে তবে আপনার সন্তানকে বুঝিয়ে বলুন যে শুধু টিচার ভাল হওয়ার কারণেই কোনো কৌর্স পছন্দ করা উচিত হবে না, যদি সেটি তার উপযুক্ত না হয়।
- কোনো একটি কৌর্স সে সহজ মনে করে। কৌর্সের অর্ন্তগত লেখাপড়ার কাজগুলো যদি ভাল না লাগে তবে তা ততটুকু সহজ হবে না যতটুকু আপনার সন্তান মনে করছে। আমরা সকলেই জানি যে, কোনো একটা কাজ করতে যদি ভাল লাগে, তবে কাজটি করতে আপনি আপ্রাণ চেষ্টা চালাবেন। এই মূলনীতি ও আর্দশটি পাঠ্যবিষয় পছন্দ করার ক্ষেত্রেও সত্য, তা শরীর চর্চাই হোক বা অংকই হোক।
- মনে করে যে কোনো একটা কৌর্স 'মেয়েদের নেয়া সাজে ছেলেদের জন্য সাজে না' বা 'ছেলেদের নেয়া সাজে মেয়েদের জন্য সাজে না'। আপনার সন্তান যদি এই ধরনের মনোভাব পোষণ করে তবে লিঙ্গের প্রতি হীন মনোভাব দূর করতে তাকে সাহায্য করুন। এর পরিবর্তে তার যা ভাল লাগে তা অনুসরণ করতে এবং নিজ সার্মথ্য বিবেচনায় নিতে তাকে সাহায্য করুন।
- কোনো একটা কৌর্সে কি কি জড়িত রয়েছে তা সে বুঝতে পারেনি বা অনুধাবন করতে পারেনি।
- সে তার নিজের জ্ঞান এবং সার্মথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়। সে হয়তো এমন উচ্চাকাংখা পোষণ করছে যা তার সার্মথ্য ও জ্ঞানের বিবেচনায় যুক্তিহীন বা অবাস্তব। অথবা সে হয়তো তার মেধা, জ্ঞান এবং সার্মথ্যকে নীচু করে দেখছে।

সময়সূচীগত সমস্যার কারণে আপনার সন্তান হয়তো তার পছন্দের সাবজেক্টগুলো নিতে পারছে না। যদি তাই হয় তবে বিকল্প কৌর্স পছন্দ করার ব্যাপারে আপনার সন্তানকে সাহায্য করবেন।

র্বতমানে অতীতের চেয়ে পছন্দ করার মতো অনেক বেশি শিক্ষার কৌর্স রয়েছে। এমন একটি ব্যাপক ও ভারসাম্য কৌর্স নিতে আপনার সন্তানকে উৎসাহ যোগান, যেটি বয়স 16 বছর পার হওয়ার পরও লেখপড়ার সকল পথ খোলা রাখবে।

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর জেনে নেবেন

সে কি করতে আনন্দ পায়?

কোনো একটি বিষয় তার কাছে ভাল এবং উপভোগ্য হলে সে বিষয়ে সাফল্য অর্জনের সম্ভাবনা অনেক বেশি থাকবে। সাধারণত সে সব সাবজেক্টে পড়াশোনা করতে আনন্দ পাবে যেগুলোতে সে ভাল। মাঝেমধ্যে অবাক হওয়ার মত কোনো কিছু তার মধ্যে থাকতে পারে। সুতরাং স্কুলে এবং স্কুলের বাইরে সে যেসব বিষয়ে আগ্রহ প্রদর্শন করে সগুলো বিচার বিচার বিশ্লেষণ করে দেখে নিন।

সে কি কি বিষয়ে ভাল?

স্কুলে আপনার সন্তান কোন কোন বিষয়ে ভাল করছে। তাছাড়া স্কুলের বাইরে বা লেখাপড়ার কাজ ছাড়া অন্যান্য কি কি ক্ষেত্রে আপনার সন্তান ভাল তাও জেনে নিন।

সে কিভাবে শিখতে পছন্দ করে?

এমন সব কৌর্স নিয়ে ভাবুন যেগুলো আপনার সন্তানের শিখন পদ্ধতির সাথে মানানসই হবে। কিছু সাবজেক্টে ক্লাসরুম ভিত্তিক শিক্ষা থাকে। কিছু কিছু সাবজেক্টে ব্যবহারিক কাজ এবং কর্মস্থল ভিত্তিক কাজ বেশি থাকে। তাছাড়া নিজেকে প্রশ্ন করুন - আমার সন্তান কি চেনা ক্ষেত্রগুলোতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে অথবা সে কি নতুন কোনো কিছু চেষ্টা করে দেখতে ইচ্ছুক রয়েছে?

সে কি নির্দিষ্ট কোনো একটা পেশা নিয়ে ভাবছে?

যদি আপনার সন্তানের মাথায় নির্দিষ্ট কোনো পেশা থাকে, তবে এই পেশায় প্রবেশের জন্য কি কি শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রয়োজন হবে তা নিয়ে আগেই চিন্তাভাবনা তাকে করতে হবে। এখন সে যে সাবজেক্ট বা কৌর্স বেছে নিচ্ছে সেগুলো তার পেশার জন্য খুব উপযুক্ত হবে কি না তা যাচাই করে নিন। সন্তানের কানেকশন্সের পরামর্শদাতাকে জিজ্ঞাসা করে অথবা কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিগুলোর সাথে সরাসরি যোগাযোগ করে এ ব্যাপারে জেনে নিন।

আপনার সন্তানের কি আরো তথ্য জানার ও পরামর্শের দরকার?

আপনার সন্তানের মাথায় যদি নির্দিষ্ট কোনো পেশা না থাকে, তবে তার দক্ষতা এবং আগ্রহগুলোর ভিত্তিতে নানান ধরনের সাবজেক্টের মিশ্রণে একটি কৌর্স নিতে বলুন যা আগামীতে তার সামনে সকল পথ খোলা রাখবে। এ ব্যাপারে তার আরো তথ্য ও পরামর্শের দরকার হলে তার কানেকশন্সের পরামর্শদাতা বা ক্যারিয়ার্স কো-অর্ডিনেটর এবং সাবজেক্ট টিচারদের সাহায্য নিতে বলুন।

মা-বাবাদের জন্য প্রশ্ন-তালিকা

- সাবজেক্ট এবং শিক্ষা কৌর্স পছন্দ করা সম্পর্কে আমার সন্তানের স্কুলে কি কোনো মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়?
- কি কি সাবজেক্ট এবং কৌর্স নেওয়া যাবে তা বর্ণনা করে কি একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে?
- সর্বমোট কতটি সাবজেক্ট পছন্দ করতে হবে?
- আমার সন্তানের স্কুলে কি বাড়তি কোনো সাবজেক্ট (যেমন মর্ডার্ন ফরিণ ল্যাংগুয়েজ) বাধ্যতামূলক ভাবে নিতে হয়?
- স্থানীয় ভাবে কি কি ডিপ্লোমা করা যায়?
- আপনি কি জানেন 14-19 এরিয়া প্রোসপেক্টাস কিভাবে অনলাইনে দেখা বা পড়া যায় (**9নং পৃষ্ঠা দেখুন**)?
- সাবজেক্ট পছন্দ করা সম্পর্কে তথ্য প্রদানের দিনে কি কানেকশন্সের একজন পরামর্শদাতা থাকবেন এবং তার সাথে কি দেখা করা যাবে?
- সাবজেক্ট পছন্দ করা সম্পর্কে তথ্য প্রদানের দিনে কি সাবজেক্ট টিচারদের সাথে কথা বলার সুযোগ পাওয়া যাবে?

প্যারেন্টসসেন্টার

এটি হল ইয়ার 9-এ সাবজেক্ট বা লেখাপড়ার পথ পছন্দ করায় সাহায্য করা সহ উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার সকল ব্যাপারে সাহায্য করা সম্পর্কে মা-বাবা এবং অভিভাবকদের জন্য ইন্টারনেটে সব ধরনের তথ্য এবং সহায়তা লাভের একটি ওয়েবসাইট। এই ওয়েবসাইটটি দেখে নিন: **www.direct.gov.uk/parents**

জেমার কথা

জেমা ইয়ার 11-এ পড়াশোনা করছে। সে A লেভেল করার পরিকল্পনা করছে। সে এখন নির্দিষ্ট কোনো পেশা নিয়ে ভাবছে না। তাই সে সকল পথ খোলা রাখতে চায়।

জেমা তার টিচারদের, কলেজ টিউটরদের, কানেকশন্সের পরামর্শদাতার এবং তার মা-বাবার সাথে সাবজেক্ট পছন্দ করা নিয়ে আলাপ করে। সে ইকোনোমিক্স (অর্থনীতি), গ্রাফিক ডিজাইন এবং ম্যাথেমেটিক্স (অংক) পছন্দ করে। এগুলো পছন্দ করার কারণ হল এগুলো তার কাছে ভাল লাগে এবং এগুলোর প্রতি তার আগ্রহ রয়েছে। এগুলো নানান ধরনের সাবজেক্টের একটি মিশ্রণ। সুতরাং তার সামনে লেখাপড়ার অনেক পথ খোলা থাকবে।

সিক্সথ ফর্মে না কলেজে লেখাপড়া করবে তা এখনো জেমা ঠিক করেনি। তার কানেকশন্সের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা তাকে যত বেশি সম্ভব কলেজ এবং সিক্সথ ফর্ম সম্পর্কে জেনে নিয়ে তারপর একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

'কলেজ এবং সিক্সথ ফর্ম সম্পর্কে জানার অংশ হিসাবে আমি সিক্সথ ফর্ম এবং কলেজগুলোর ওপেন ডে-তে যাই। সেখানে টিউটদের সাথে বিভিন্ন ধরনের কৌর্স নিয়ে আলাপ করি। তাছাড়া আমি ছাত্রছাত্রীদের সাথেও আলাপ করে তাদের মতামত জেনে নেই। আমি আমার টিচার, বন্ধু এবং পরিবার পরিজনদের সাথে আলাপ করে তাদেরও মতামত জেনে নেই, যাতে করে আমি একটা ভাল সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি।'

'প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই ভিন্ন। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সম্পর্কে এবং সেগুলোর সাবজেক্ট সম্পর্কে যত বেশি সম্ভব জেনে নিন। তাছাড়া আপনার বন্ধু কোনো স্কুলে ভর্তি হয়েছে বলে আপনিও সেখানে ভর্তি হবার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেবেন না। অথবা কোনো সহজ পন্থা মনে করে সেটিতে নিয়ে নেবে না। যত বেশি সম্ভব লোকদের মতামত নিন। তবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন আপনি। সুতরাং আপনার নিজের জন্য সঠিক সিদ্ধান্তটি নিন।'

শিক্ষার বিভিন্ন পথ

আপনার সন্তান ইয়ার 11 শেষে এন্ট্রি লেভেল, লেভেল 1 বা লেভেল 2, যে ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতাই অর্জন করে না কেন তার জন্য আরো সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ খোলা থাকবে। নিচের চিত্রে দেখানো হয়েছে শিক্ষাগত যোগ্যতাগুলোর একটি অপরটির সাথে কিভাবে শিক্ষাপথের দ্বারা সংযুক্ত। **6নং পৃষ্ঠায়** গিয়ে প্রতিটি লেভেলে শিক্ষাগত যোগ্যতার উদাহরণগুলো দেখে নিন।

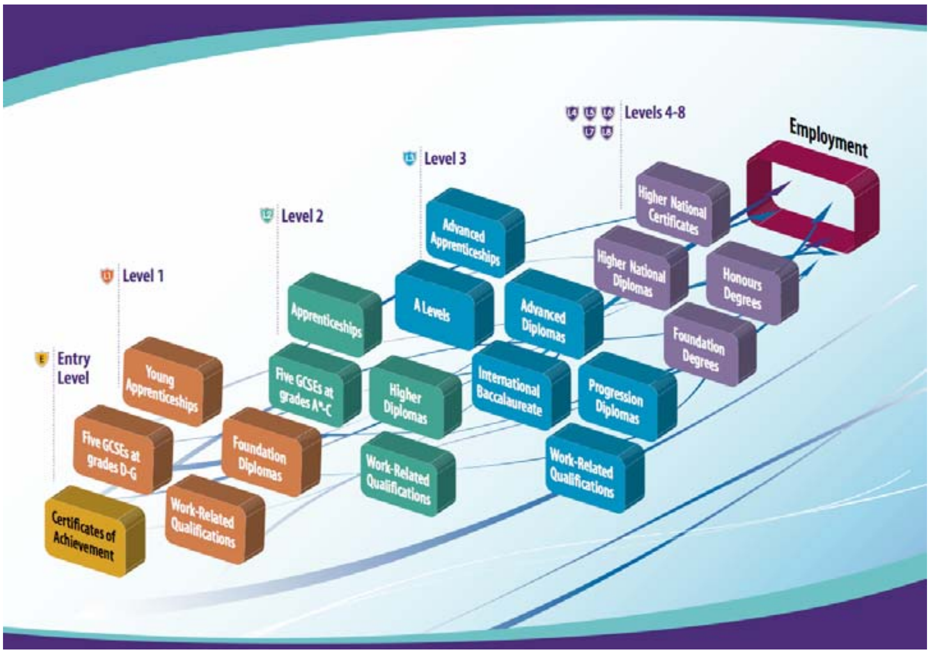

Entry Level	এন্ট্রি লেভেল
Certificates of Achievement	সার্টিফিকেটস অব এচিভমেন্ট
Level 1	লেভেল **1**
Five GCSEs at grades D-G	D-G গ্রেইডে পাচটি জি.সি.এস.ই
Work-Related Qualifications	কর্ম-ভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা বা ওয়ার্ক-রিলেইটেড কোয়ালিফিক্যাশন্স
Young Apprenticeships	ইয়াং এপ্রেন্টিসশিপ
Foundation Diplomas	ফাউন্ডেশন ডিপ্লোমা
Level 2	লেভেল **2**
Five GCSEs at grades A*-C	A*-C পাচটি জি.সি.এস.ই
Work-Related Qualifications	কর্ম-ভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা
Apprenticeships	এপ্রেন্টিসশিপ্
Higher Diplomas	হাইয়ার ডিপ্লোমা
Level 3	লেভেল **3**
A Levels	A লেভেল
International Baccalaureate	ইন্টারন্যাশন্যাল বাক্কালরিয়েট
Work-Related Qualifications	কর্ম-ভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা
Advanced Apprenticeships	এডভান্সড এপ্রেন্টিসশিপ
Advanced Diplomas	এডভান্সড ডিপ্লোমা
Progression Diplomas	প্রোগ্রেশন ডিপ্লোমা
Levels 4-8	লেভেল **4-8**
Higher National Diplomas	হাইয়ার ন্যাশন্যাল ডিপ্লোমা
Foundation Degrees	ফাউন্ডেশন ডিগ্রি
Higher National Certificates	হাইয়ার ন্যাশন্যাল সার্টিফিকেট
Honours Degrees	অনার্স ডিগ্রি
Employment	চাকুরী

শিক্ষায় ও মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সহায়তা করা

শিক্ষাগত যোগ্যতা লাভ করা গুরুত্বপূর্ণ। তবে শিক্ষালাভের অর্থ হল ব্যক্তি মানুষের উন্নতি এবং সমাজে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখা। মা/বাবা কিংবা অভিভাবক হিসাবে একজন স্বনির্ভর মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে এবং বৃহত্তর পৃথিবীতে পদার্পনের জন্য উপযুক্ত করে তুলতে আপনার সন্তানকে আপনারা সাহায্য করতে পারেন।

কার্যকর শিক্ষার্থী

ইয়ার 9-এ শুরু করে এবং ইয়ার 10 ও 11 ক্লাসে তা চালিয়ে যেতে থাকাকালে আপনার সন্তানকে যা করতে হবে তা হল:

- নিজের শিক্ষার কাজ গোছিয়ে নিতে হবে
- প্রোজেক্ট বা কৌর্সওয়ার্ক নির্দিষ্টকৃত তারিখের ভিতরে জমা দিতে হবে
- নানান ধরনের উৎস থেকে তথ্য বের করতে হবে
- বিচক্ষণতার সাথে পূর্বে শিখে নেওয়া পড়ালেখার কাজগুলো পুনারায় চর্চা করতে হবে।

সন্তান কোন পদ্ধতিতে সবচেয়ে বেশি শিখে থাকে তা যদি আপনার জানা থাকে তবে একজন কার্যকরী শিক্ষার্থী হওয়ার ক্ষেত্রে আপনার সন্তানকে আপনি সাহায্য করতে পারবেন।

আপনার সন্তানের শিখন পদ্ধতিটি কি তা কি আপনি জানেন?

আপনি কি কখনো ভেবে দেখেছেন আপনার সন্তান গান বাজনা শুনতে চায় কেন, কথাবার্তা জোরে বলে থাকে কেন বা লেখাপড়া করার সময় বসা থেকে উঠে হাটাহাটি করে কেন? এটা হয়তো তার শিখন পদ্ধতি।

কোনো কিছু সম্পর্কে জানা বা শিখার জন্য আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়শক্তি যেমন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং স্পর্শানুভুতি ব্যবহার করি। কেউ কেউ একাধিক ইন্দ্রিয়শক্তি ব্যবহার করতে বেশি পছন্দ করেন। আর এ কারণে আমাদের একেক জনের শিখন পদ্ধতিও একেক ধরনের হয়ে থাকে।

পরের দুইটি বছর আপনার সন্তান পড়ালেখার এবং পরীক্ষার যে কৌশলগুলো শিখবে সেগুলো এসব শিখন পদ্ধতির সাথে মানানসই হবে। মাইন্ড ম্যাপ, এক্রোনিমস, ওয়ার্ড এসোসিয়েশন এবং ছন্দ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে আকর্ষণ করবে। বিভিন্ন ধরনের শিখন পদ্ধতি ব্যবহার করার উৎসাহ দিন যাতে করে আপনার সন্তান কার্যকরীরূপে লেখাপড়া করতে পারে।

মনের চোখে দেখতে পছন্দ করে এমন শিক্ষার্থী...	আপনার সন্তান যদি মনের চোখে দেখা পছন্দ করে তবে তাকে উৎসাহ দিন....
• মনোযোগ সহকারে বিস্তারিত ভাবে দেখে নেয় এবং অনেক সময় চোখ বন্ধ করে কোনো মনে করার চেষ্টা করে • রঙীন উপস্থাপন এবং প্রচ্ছদ পছন্দ করে • বিরক্তি বোধ করলে একটা কিছু দেখা পছন্দ করে।	• লেখাপড়া করার সময় চাক্ষুষ সামগ্রী যেমন ছবি, তালিকা, মানচিত্র, চিত্রলেখ (গ্রাফ), ইত্যাদি ব্যবহার করতে • গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো রঙীন কালির কলম দিয়ে দাগিয়ে নিতে • নোট করে নিতে বা হ্যান্ডাউটস (টিচারের দেওয়া কাগজপত্র) ব্যবহার করতে এবং তথ্যাদি ছবির মত মনের চোখে দেখে নিতে • মনের ধারণা ছবি বা চিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করে তারপর তা লিখে নিতে • হৈচৈ থেকে দূরে নীরব কোনো একটা স্থানে লেখাপড়া করতে।
শুনতে পছন্দ করে এমন শিক্ষার্থী...	**আপনার সন্তান যদি শুনতে পছন্দ করে তবে তাকে উৎসাহ দিন...**
• জোরে পড়ে বা লেসন সম্পর্কে আলোচনা করে শিখে থাকে • বিরক্তি বোধ করলে গুন গুন করে গান করবে অথবা নিজের সাথে কথা বলবে • এরা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিতে বা মৌখিক নির্দেশ অনুসরণ করার ক্ষেত্রে ভাল হয়ে থাকে।	• ক্লাসের আলাপ আলোচনায় এবং বিতর্কে অংশ নিতে • ক্লাসে টিচারের পাঠদান রেকর্ড করে নিতে এবং তা বাজিয়ে শুনে নিতে • জোরে পড়তে • সহজে মনে রাখার জন্য মিউজিক্যাল জিংগোল বা ওয়ার্ড এসোসিয়েশন তৈরি করতে • মনের ধারণা নিয়ে আলোচনা করতে • চোখ বন্ধ করে প্রকৃত তথ্যগুলো পুর্নাবৃত্তি করতে।

কাজকর্ম বা ধরাছোয়া পছন্দ করে এমন শিক্ষার্থী...	আপনার সন্তান যদি কাজকর্ম বা ধরাছোয়া পছন্দ করে, তবে তাকে উৎসাহ দিন...
• হাতে কলমে যেমন রান্নাবান্না, ইঞ্জিনিয়ারিং বা শিল্পকর্মের কাজের মাধ্যমে সবচেয়ে ভাল শিখে • এদের সক্রিয় থাকা এবং পড়ালেখার সময় বিশ্রাম নেওয়ার প্রয়োজন হয় • লেখাপড়া করার সময় এটাসেটা নাড়াচাড়া করতে পছন্দ করে।	• পড়ালেখা করার সময় ঘন ঘন বিশ্রাম নিতে এবং আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে নতুন জিনিষ শিখে নিতে • কাজকর্ম বা অভিনয় ব্যবহার করতে • পড়ালেখার সামগ্রী উজ্জ্বল কালি দিয়ে দাগিয়ে নিতে • লেখাপড়া করার সময় গান শুনতে • অন্যদের সাথে মিলে লেখাপড়া করতে।

আত্ম-বিশ্বাসী ছাত্র/ছাত্রী
অর্জিত সাফল্যের স্বীকৃতি দিলে এবং নতুন কোনো অর্জিত সাফল্যকে বড় করে দেখলে শুধু আপনার সন্তানেরই নয়, সকলেরই আত্ম-বিশ্বাস বাড়ে।

ইয়ার 10 এবং 11 ক্লাসে আপনার সন্তান অনেক নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করবে যেমন নতুন সাবজেক্ট নিয়ে পড়বে, স্কুলের বাইরে বিভিন্ন জায়গায় যাবে, কাজের অভিজ্ঞতা এবং প্রকল্পমূলক কাজকর্ম করবে। এসব অভিজ্ঞতা অর্জন কালে সে যেসব সাফল্য অর্জন করেছে সেগুলো মূল্যায়ন করতে যদি তাকে আপনি সাহায্য করেন তবে তার আত্ম-বিশ্বাস বাড়বে।

সাবজেক্ট বা কৌর্স পছন্দ করা নিয়ে তার সাথে আপনি যে আলাপ করবেন সেই আলাপগুলো নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে তাকে সাহায্যের জন্য ব্যবহার করুন:

- লক্ষ্য ঠিক করায় এবং জীবনে কি কি অর্জন করতে চায় তা নির্ধারণ করায়
- সে যেসব কাজ ভাল করে সেগুলো নিয়ে ভাবতে
- স্কুলে এবং অন্যান্য স্থানে সে যা করে সেগুলোর মূল্য অনুধাবন করতে।

কাজের অভিজ্ঞতা (ওয়ার্ক এক্সপেরিয়েন্স)
10 বা ইয়ার 11-এ সাধারণত ছাত্রছাত্রীদেরকে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এক বা দুই সপ্তাহের জন্য কোনো স্থানে পাঠানো হয়। কখনো কখনো বাইরের এজেন্সিগুলো কাজের আয়োজন করে থাকে এবং ছাত্রছাত্রীরা কর্মজীবনের একটা স্বাদ লাভ তরে থাকে। কোনো ছাত্র/ছাত্রীকে যে প্রতিষ্ঠানে কাজের অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য পাঠানো হবে সেই প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সাথে ঘনিষ্ঠ ভাবে সে কাজ করবে। নতুন দক্ষতা শিখার, বিশেষ কোনো ধরনের চাকুরী বা কোম্পানী সম্পর্কে জানার এবং চাকুরীদাতারা চাকুরীপ্রার্থীদের মধ্যে কি কি গুনাগুন দেখতে চান, ইত্যাদি সম্পর্কে জানার সুযোগ পাওয়া যায়।

কাজের অভিজ্ঞতা লাভের জন্য নতুন একটা স্থানে যাওয়া, সময় মত পৌছা এবং নতুন নিয়মকানুন ও পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়া অনেক উঠতি বয়সের ছেলেমেয়ের জন্য সমস্যা হয়। তবে আত্ম-বিশ্বাস বাড়ানোর ক্ষেত্রে কাজের অভিজ্ঞতা বিরাট ভূমিকা রাখতে পারে।

পার্ট টাইম কাজ করা
একটি পার্ট টাইম কাজ ধরলে আপনার সন্তান আর্থিক দিয়ে কিছুটা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে। শুধু তাই নয়, অপরিচিত মানুষের সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ পাবে, তার আত্ম-বিশ্বাস বাড়বে এবং তার দক্ষতাগুলো চর্চা করার সুযোগ পাবে।

উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা ইয়ার 11 শেষ করার আগে কি কি কাজ করতে পারবে বা না পারবে, কত ঘন্টা বা কত দিন করতে পারবে, ইত্যাদি ব্যাপারে কিছু আইন এবং স্থানীয় সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য **www.connexions-direct.com** ওয়েবসাইটে যান অথবা আপনার এলাকার কানেকশন্স সেন্টারের সাথে যোগাযোগ করুন।

এন্টারপ্রাইজ প্রোগ্রাম

ইয়ার 10 এবং 11-এ থাকাকালে আপনার সন্তানকে কোনো একটা এন্টারপ্রাইজ (প্রকল্প পরিচালনার) কাজকর্মে যোগদানের সুযোগ দেওয়া প্রয়োজন। স্কুলে তা একটি বিশেষ দিন হিসাবে আয়োজন করা যেতে পারে অথবা ইয়াং এন্টারপ্রাইজ প্রোজেক্ট বা টিম চ্যালেঞ্জে যোগ দেওয়ার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। এন্টারপ্রাইজ কাজকর্ম করলে গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা যেমন দলীয় কাজ (টিম ওয়ার্ক), সমস্যা সমাধান, যোগাযোগ, ঝুকি নেওয়া এবং সৃজনশীল চিন্তাভাবনা গড়ে উঠে। কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং চাকুরীদাতারা এগুলোকে খুব মূল্য দিয়ে থাকেন।

দায়িত্বশীল নাগরিক

স্কুলে এবং স্কুলের বাইরে অন্যান্য স্থানে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্বপালন কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ তা বুঝতে আপনার সন্তানকে সাহায্য করুন। দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে সে বিভিন্ন ধরনের দক্ষতা প্রদর্শনের, যেমন সাংগঠনিক কাজ, দলীয় কাজ এবং নির্ভরযোগ্যতা, ইত্যাদি প্রদর্শন করার সুযোগ পাবে। এই ধরনের দায়িত্ব পালন করে থাকলে কলেজে বা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার সময়, বা চাকুরীর দরখাস্ত করার সময় জীবন বৃত্তান্তে তা যোগ করতে পারবে এবং তা একটা ভাল সমর্থনকারী প্রমাণ হিসাবে কাজ করবে। স্কুলে সে বিভিন্ন ধরনের দায়িত্ব, যেমন স্কুল কাউন্সিলের মেম্বার, খেলার টিমের ক্যাপ্টেন হতে পারে অথবা স্কুল থেকে প্রকাশিত পত্রিকার সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করতে পারে।

ভলান্টারি কাজ (বিনা বেতনে কাজ)

ভলান্টারি কাজ করলে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা অপরিচিতদের সাথে পরিচিত হওয়ার, নতুন দক্ষতা শিখার এবং জীবনের পরিধি সম্প্রসারিত করার সুযোগ পেয়ে থাকে। নিয়মিত ভাবে ভলান্টারি কাজ করা যায় অথবা মাঝেমধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের কাজ করা যেতে পারে। ভলান্টারি কাজ করলে আপনার সন্তানের আত্ম-বিশ্বাস বাড়বে, জীবনবৃত্তান্তে (সিভি-তে) কাজের অভিজ্ঞতার ভাল প্রমাণ দিতে পারবে।

আপনার এলাকায় বা অন্যত্র আপনার সন্তানের উপযুক্ত ভলান্টারি কাজের সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে জানার জন্য **www.connexions-direct.com** ওয়েবসাইটে যান।

চ্যালেঞ্জ (কঠিন সমস্যার মোকাবেলা)

এলাকায় বা স্কুলে একা কিংবা একজন বন্ধুকে নিয়ে যে কোনো কাজের সুযোগ গ্রহণ করে সেটিকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতে আপনার সন্তানকে অনুপ্রাণিত করুন। যে কোনো কাজকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসাবে নিতে পারে, যেমন ধরুন যে কোনো একটি নতুন শখের কাজ শুরু করতে পারে, ক্লাবে বা সংগঠনে যোগ দিতে পারে, অথবা যে কোনো একটি পুরুষ্কার লাভের স্কীমে যেমন 'ডিউক অব এডিনবরাজ এওয়ার্ড স্কিমে' যোগ দিতে পারে। 14 বছর বয়সে সে ব্রোঞ্জ এওয়ার্ড (রোপ্য পদক) দিয়ে সে শুরু করতে পারে। অনেক স্কুলই এখন এই স্কীমটি পরিচালনা করে থাকে, তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত ভাবে জানতে এই ওয়েবসাইটে যান: **www.theaward.org**

এন্থনির কথা:

এন্থনি এখন ইয়ার 10-এ পড়ালেখা করছে। পড়ালেখা শেষ করার পর সে ব্যবসা শুরু করতে চায়। এটা মাথায় রেখেই সে স্কুলে ইয়াং এন্টারপ্রাইজের কিছু কাজকর্মে যোগদানের সুযোগটি নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়।

সে 'মানি ওয়াইজ' নামের একটি কর্মসূচীতে অংশ নেয়। টাকা পয়সার ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উপর এটা ছিল একদিনের একটি কর্মসূচী। তাছাড়া সে 'ই-মেন্টর' নামের আরো দীর্ঘকালীন একটি কর্মসূচীতেও অংশ নিচ্ছে। এতে যোগ দিয়ে সে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে সব সময় পরামর্শ নিতে পারে।

'ইয়াং এন্টারপ্রাইজের কাজগুলো আমার কাছে খুব ভাল লেগেছে বিশেষ করে আমার উপস্থাপনাটি। উপস্থাপনার মাধ্যমে আমি আমার সকল পরিশ্রমের ফসল প্রদর্শন করার সুযোগ পেয়েছিলাম। বিভিন্ন দায়িত্বে এবং একটি দলের সদস্য হিসাবে ভাল ভাবে কাজ করার পদ্ধতি আমি শিখেছি। আমি শিখেছি যে ভাল ব্যবসা করতে হলে কাস্টমারদের চাহিদার ব্যাপারে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া অত্যাবশ্যক।'

এন্থনি এন্টারপ্রাইজের ব্যবহারিক কাজকর্মগুলো উপভোগ করেছে। এগুলো সেসব দক্ষতা উন্নত করতে সাহায্য করেছে যেগুলো চাকুরীদাতারা চেয়ে থাকেন। তাছাড়া এগুলো দৈনন্দিন জীবনযাপনেও সাহায্য করবে। তাছাড়া সে অর্জিত দক্ষতা এবং জ্ঞানের সমর্থনে কিছু প্রমাণও প্রদর্শন করতে পারবে যা সে বিজনেস বিষয়ে তার বিটেক ফার্স্ট ডিপ্লোমার সমর্থনে ব্যবহার করতে পারবে। এন্থনি জি.সি.এস.ই-র সাথে সাথে বিজনেস বিষয়ে বিটেক ফার্স্ট ডিপ্লোমা করছে।

‘ইয়াং এন্টারপ্রাইজের কাজকর্মে যোগ দিতে এন্থনির মা-বাবা এন্থনিকে সাহায্য করেছেন: *‘আব্বু এবং আম্মু মনে করেছিলেন যে এটা আমার জন্য একটি বিরাট সুযোগ, কারণ এতে যোগ দিয়ে আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, তা আগামীতে কাজে লাগবে। কিছু ব্যবহারিক কাজকর্ম করতে পেরে আমি আনন্দ লাভ করেছিলাম।’*

ইয়ার 11-এ শিক্ষা কৌর্স পছন্দ করা

ইয়ার 9-এ সাবজেক্ট (পাঠ্যবিষয়) এবং কৌর্স পছন্দ করার পর ইয়ার 11-এ লেখাপড়ার পথ পছন্দ করা হবে আপনার সন্তানের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। অনেক ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেগুলো থেকে উপযুক্তগুলো আপনার সন্তানকে চয়ন করতে হবে। তবে আপনার সন্তান শিক্ষার যে পথটিই পছন্দ করে না কেন তাকে উৎসাহ যোগাবেন ফুলটাইম (সার্বক্ষণিক) লেখাপড়ায় থাকতে। ভাল শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে চাকুরী পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে, বেতন বেশি পাওয়া যায় এবং চাকুরী থেকে বেশি সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। শিক্ষাগত যোগ্যতা নেই এমন লোকদের জন্য দিনে দিনে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

সংক্ষেপে এ সময় পছন্দ করার মত খোলা পথগুলো হল:

- স্কুলে বা কলেজে ফুলটাইম লেখাপড়া করা
- লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া এবং একই সাথে একটি এপ্রেন্টিসশিপ প্রোগ্রামে যোগ দিয়ে ট্রেইনিং (প্রশিক্ষণ) নেওয়া
- চাকুরি বা কাজ শুরু করা, সম্ভবত পার্ট-টাইম লেখাপড়ার সুযোগ রয়েছে এমন একটি চাকুরী।

ফুলটাইম শিক্ষা
আপনার সন্তান যদি ফুল-টাইম লেখাপড়া করতে চায়, তবে গুরুত্ব সহকারে সব ধরনের শিক্ষার পথ যাচাই বাছাই করে নেবেন।

স্কুল এবং কলেজগুলো ওপেন ডে-র (মা-বাবাদেরকে তথ্য প্রদানের দিবসের) আয়োজন করে। সময় করে ওগুলোতে যোগ দিন। সম্ভব হলে আপনার সন্তানকে শিক্ষা প্রদানকারী টিচারদের সাথে দেখা করুন। স্কুলগুলো মা-বাবা/অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য তথ্য প্রদানের আয়োজন করে থাকতে পারে। অন্যদিকে সে স্থানীয় একটি কলেজে স্বাদ গ্রহণমূলক এক দুইটি ক্লাসে যোগ দিতে পারে।

- গত দুই বছর আপনার সন্তান সবচেয়ে বেশি কি কি উপভোগ করেছে তা তার কাছ থেকে জেনে নিন এবং সেসব বিষয়ে কি কি কৌর্স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের সুযোগ রয়েছে তাও জেনে নিন।
- ভিন্ন ভিন্ন স্কুল এবং কলেজ এবং সেগুলোর পরিবেশ যাচাই করে নিন। সেগুলোর শিক্ষাদান পদ্ধতি আপনার সন্তানের জন্য উপযুক্ত হবে কি না তাও যাচাই করে নিন।
- ক্লাব এবং পাঠ্যক্রম বর্হির্ভুত ক্রিয়াকর্মের আকারে আর কি কি সুযোগ সুবিধা রয়েছে তা জেনে নিন।
- আপনার সন্তান যে স্কুল বা কলেজে ভর্তি হতে চায় সেটি যদি আপনার বাড়ি থেকে দূরে হয় তবে সেটির সাথে পরিবহন সংযোগ ব্যবস্থা যাচাই করে নিন।

মনে রাখবেন আপনার সন্তান যতটি চায় ততটি কলেজে বা স্কুলে ভর্তির দরখাস্ত করতে পারবে। অধিকাংশ স্কুল বা কলেজে ভর্তির দরখাস্তের শেষ তারিখ ইয়ার 11-এ থাকাকালীন অটাম কিংবা স্প্রিং টার্মের কোনো এক সময়ে হয়ে থাকে। কখনো কখনো এর আগেও তা হয়ে থাকে। সুতরাং কলেজ/স্কুলের ওয়েবসাইটে গিয়ে নতুবা আপনার সন্তানের কানকেশন্স পার্সোন্যাল এডভাইজারের মাধ্যমে জেনে নেবেন।

কোথায় লেখাপড়া করবে

- ফার্দার এজুক্যাশন এবং স্পেশ্যালিস্ট কলেজ - এই ধরনের কলেজগুলো অনেক ছাত্রছাত্রীদেরকে ভর্তি করে থাকে। সাধারণত অনেক ধরনের শিক্ষা কৌর্স এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের ব্যবস্থা থাকে। কিছু কলেজ বিশেষ বিশেষ সাবজেক্টে স্পেশ্যালিস্ট (বিশেষজ্ঞ) হয়ে থাকে, যেমন ক্রিয়েটিভ আর্টস (সৃজনশীল শিল্পকর্ম) বা ভূমি-ভিত্তিক শিক্ষা প্রদানে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকে।
- স্কুলের সিক্সথ ফর্ম - এমন কি আপনার সন্তানের বর্তমান স্কুলে যদি সিক্সথ ফর্ম থাকে, তারপরেও সে অন্য একটি স্কুলে ভর্তি হতে পারবে। একেকটি স্কুল AS এবং A লেভেল কৌর্স সংখ্যার দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কিছু স্কুল মৌলিক জি.সি.এস.ই সাবজেক্ট পুনরায় নেওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকে।
- সিক্সথ ফর্ম কলেজ - এগুলো সাধারণত অনেক ধরনের সাবজেক্টে AS বা A লেভেল করার, চাকুরী ভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের বা মৌলিক জি.সি.এসই সাবজেক্ট পুনরায় নেওয়ার সুযোগ দিয়ে থাকে। এগুলো সাধারণত স্থানীয় এলাকার অনেক ধরনের স্কুলের ছাত্রছাত্রীদেরকে ভর্তি করে থাকে।

শিক্ষাগত যোগ্যতা

AS এবং A লেভেল

- A লেভেল দুই বছরের কৌর্স। এ কৌর্সে থাকে AS লেভেল এবং A2। প্রতিটি অংশে সম্পূর্ণ গ্রেইডের 50% থাকে।
- বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী প্রথম বছরে তিন বা চারটি AS লেভেল নিয়ে থাকে। তারপর দ্বিতীয় বছরে তিনটি A2 বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ A লেভেল শেষ করে থাকে।
- এ লেভেলগুলো বিভিন্ন অংশে বিভক্ত থাকে। প্রতিটি অংশের জন্য স্কুল বা কলেজ ভিত্তিক পরীক্ষা এবং মূল পরীক্ষা দিতে হয়। অধিকাংশ সাবজেক্টে চারটি অংশ থাকে।
- সর্বমোট 80টি সাবজেক্ট রয়েছে যেগুলো থেকে পছন্দসই সাবজেক্ট বেছে নিতে হয়। এগুলোর মধ্যে কিছু সাবজেক্ট চাকুরী কেন্দ্রিক এবং এগুলোকে বলা হয় 'এপ্লাইড A লেভেল'। এগুলো সিংগুল এবং ডাবোল এওয়ার্ড হিসাবে নেওয়া যায়। ডাবোল এওয়ার্ড দুইটি এ লেভেলের সমান।
- বর্তমানে অত্যন্ত মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য নতুন A* গ্রেইড প্রবর্তন করা হয়েছে।
- A লেভেল অধ্যয়নকারীদের জন্য নতুন সম্প্রসারিত প্রোজেক্ট ভিত্তিক শিক্ষাগত যোগ্যতা ঐচ্ছিক। এগুলো উচ্চ শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বাড়তি দক্ষতা প্রদানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে তৈরিকৃত।

ইন্টারন্যাশন্যাল বাক্কালরিয়েট

সমগ্র বিশ্বের ইউনিভার্সিটিগুলো ইন্টারন্যাশন্যাল বাক্কালরিয়েট (IB) ভর্তির যোগ্যতা হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। এটি দুই বছরের একটি কৌর্স। ছাত্রছাত্রীরা অনেক ধরনের সাবজেক্ট থেকে পছন্দ সই সাবজেক্ট বেছে নেয়। সাধারণত হাইয়ার লেভেলে তিনটি এবং স্ট্যান্ডার্ড লেভেলে তিনটি সাবজেক্ট তারা নিয়ে থাকে। এগুলোর সাথে বাধ্যতামূলক আরো তিনটি উপাদান রয়েছে, যেমন - একটি গবেষণামূলক দীর্ঘ রচনা, জ্ঞানের তত্ব এবং সৃজনশীলতা, কর্ম ও সেবা প্রকল্প।

ডিপ্লোমা

ডিপ্লোমা একটি নতুন শিক্ষাগত যোগ্যতা। তাই দেশের সকল জায়গায় এখনো তা চালু করা হয়নি। আপনার সন্তানের স্কুলে ডিপ্লোমা করার সুযোগ রয়েছে কি না তা যাচাই করে নিন। আপনার সন্তান যদি তার স্কুলে ইতিমধ্যেই ফাউন্ডেশন বা হাইয়ার ডিপ্লোমা নিয়ে পড়াশোনা করতে থাকে তবে তা শেষ করার পর সে ডিপ্লোমার পরের পর্যায়ে (এডভান্সড বা প্রোগ্রেশন) পর্যায়ে যোগ দিতে পারবে নতুবা ভিন্ন ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা যেমন A লেভেল বা একটি 'এডভান্সড এপ্রেন্টিসশিপ' পছন্দ করতে পারবে।

ডিপ্লোমা সম্পর্কে আরো তথ্য **7-10নং পৃষ্ঠায়** রয়েছে।

কর্মস্থলের সাথে সম্পর্কযুক্ত ফুল-টাইম শিক্ষাগত যোগ্যতা

বিভিন্ন লেভেলে অনেক ধরনের শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা যায়। প্রতিটি শিক্ষাগত যোগ্যতা নির্দিষ্ট কোনো চাকুরী বা ব্যাপক চাকুরী ক্ষেত্রগুলোর সাথে সম্পর্কযুক্ত। আপনার সন্তান যদি নির্দিষ্ট কোনো পেশা নিয়ে ভাবতে থাকে তবে সে লেভেল 1 থেকে 3 লেভেলে বিটেক ফার্স্ট ডিপ্লোমা এবং এন.ভি.কিউ করে নিতে পারে। এগুলোর কিছু স্কুলের সিক্সথ ফর্মে করা যায়, তবে বেশির ভাগই ফার্দার এজুক্যাশনের কলেজগুলোতে করা যায়।

এপ্রেন্টিসশিপ

এপ্রেন্টিসশিপ ব্যবসা শিক্ষা এবং জীবিকা নির্বাহের মধ্যে একটি ভারসাম্যতা প্রদান করে। বর্তমানে 180টি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের এপ্রেন্টিসশিপ করা যায়। আপনার সন্তানের জন্য কোন খাতের চাকুরী এবং লেভেল উপযুক্ত হবে সে সম্পর্কে তার কানেকশন্সের পার্সোন্যাল এডভাইজার সাহায্য করতে পারবেন।

প্রতিটি এপ্রেন্টিসশিপ শেষে ন্যাশন্যাল ভোকেশন্যাল কোয়ালিফিক্যাশন এবং মৌলিক বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা যায়। কিছু এপ্রেন্টিসশি বিটেক বা সিটি এন্ড গিল্ডস সার্টিফিকেট অর্জনের সুযোগ প্রদান করে। এককেটি এপ্রেন্টিসশিপের ক্ষেত্রে বেতন একেক ধরনের হয়ে থাকে। তবে আইন অনুযায়ী কোনো এপ্রেন্টিসশিপের ছাত্র/ছাত্রীকে সপ্তাহে £80 থেকে কম দেওয়া যাবে না।

এপ্রেন্টিসশিপ বাড়তি শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের জন্য উচ্চশিক্ষার পথও খুলে দিতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য এই ওয়েবসাইটে যান: **www.apprenticeships.org.uk**

চাকুরী শুরু করা

আপনার সন্তান যদি সরাসরি চাকুরী শুরু করার চিন্তাভাবনায় থাকে তবে এমন একটি চাকুরী ধরতে তাকে উৎসাহ দিন যেটিতে ট্রেইনিং নেওয়ার সুযোগ রয়েছে, যাতে করে সে নতুন নতুন দক্ষতা শিখে নিতে পারে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। এতে চাকুরীতে ভাল উন্নতি লাভের এবং বেশি বেতন পাওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। আপনার সন্তানের কানেকশন্সের পার্সোন্যাল এডভাইজারের কাছ থেকে এ ব্যাপারে পরামর্শ নিন।

আপনার সন্তানের যদি লেভেল 2 সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা না থাকে, যার মানে হল জি.সি.এস.ই-তে সে A*-C গ্রেইড না পেয়ে থাকে অথবা এন.ভি.কিউ লেভেল 2 বা সমমানের লেভেল না পেয়ে থাকে, তবে সে চাকুরী থেকে পড়ালেখা করা এবং ট্রেইনিং নেওয়ার জন্য বেতনসহ ছুটি (TfST) পাওয়ার অধিকার রাখে। এর জন্য যোগ্য হতে হলে তার বয়স 16-17 বছর হতে হবে এবং একটি চাকুরীতে থাকতে হবে। বিস্তারিত জানার জন্য আপনার এলাকার কানেকশন্স সেন্টারে যোগাযোগ করুন অথবা এই ওয়েবসাইটে যান: **www.connexions-direct.com**

যদি তার লেভেল 2 সমমানের শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকে তবে তার নিজের সর্ব্বোত্তম স্বার্থেই এমন একটি চাকরি ধরার লক্ষ্য থাকা প্রয়োজন যেটিতে ট্রেইনিং লাভের সুযোগ রয়েছে।

যদি আপনার সন্তান ব্যবসা শুরু করতে চায়, তবে তারপরেও আরো ট্রেইনিং নিয়ে বাড়তি দক্ষতা অর্জনের পরিকল্পনা যেন তার থাকে। বিজনেস লিংকের এবং প্রিন্সেস ট্রাস্টের মাধ্যমে এ ব্যাপারে সাহায্য পাওয়া যাবে। বিজনেস লিংকের টেলিফোন নাম্বার হল 0845 600 9006 এবং ওয়েবসাইট হল **www.businesslink.gov.uk**। প্রিন্সেস ট্রাস্টের টেলিফোন নাম্বার হল 0800 842 842 এবং ওয়েবসাইট হল **www.princes-trust.org.uk**।

উপরের কোনোটিতেই সরাসরি যোগ দিতে প্রস্তুত নয়?

এন্ট্রি টু এমপ্লয়মেন্ট (e2e)

এটি হল চাকুরীর জন্য প্রস্তুতিমূলক একটি কর্মসূচী। এটি 16-18 বছর বয়সের ছেলেমেয়েদেরকে ফার্দার এজুক্যাশন, ট্রেইনিং এবং চাকুরীতে যোগদানের ক্ষেত্রে সাহায্য করে। আপনার সন্তানের যদি লিটারেসিতে (পঠন, লিখন এবং কথোপকথনে), অংকে এবং কম্পিউটারে সাহায্যের দরকার হয়, তবে e2e এসব বিষয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জনের এবং বিভিন্ন ধরনের চাকুরীর স্বাদ গ্রহণের সুযোগ প্রদান করবে।

আর্থিক সহায়তা সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য **26-28নং পৃষ্ঠায়** '16 বছর পরবর্তী আর্থিক সাহায্য' অংশটি পড়ে নিন।

এই কর্মসূচীতে থাকাকালে আপনার সন্তান এজুক্যাশন মেইনটেন্যান্স এলাওয়েন্স (EMA) পাওয়ার যোগ্য হতে পারে এবং যাতায়াত খরচেও সাহায্য পেতে পারে।

ড্যাভিডের কথা

ড্যাভিড ইয়ার 11-এ পড়ালেখা করছে এবং জি.সি.এস.ই পরীক্ষা দিতে যাচ্ছে। সে ইতিমধ্যেই একটি পেশা নিয়ে ভাবছে। স্কুলের লেখাপড়া শেষ করে সে আইন বিষয়ে লেখাপড়া করতে চায়। এটা মাথায় রেখেই ড্যাভিড খতিয়ে দেখতে লাগলো ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে আইন বিষয়ে পড়ালেখা করার জন্য ইয়ার 11 শেষে তাকে কি কি সাবজেক্ট নিতে হবে।

'আমি কিছু অনুসন্ধান চালিয়েছি। অনুসন্ধানে আমি যা পেয়েছি তা হল এই যে আইন বিষয়ে পড়ালেখা করতে হলে ইউনিভার্সিটিগুলো সাধারণত সেসব ছাত্রছাত্রীদেরকে ভর্তি করতে চায় যাদের ভিন্ন ভিন্ন একাধিক সাবজেক্টে A লেভেল করেছে। A লেভেলে আইন বিষয়ে পড়ালেখা করতে হবে এমন কোনো কথা নেই। আমি জানতে পারলাম যে A লেভেলে যারা উচ্চ গ্রেইডে পাশ করে তাদেরকে ইউনিভার্সিটিগুলো ভর্তি করে থাকে। সুতরাং A লেভেলে আমি সেসব সাবজেক্ট পছন্দ করেছিলাম যেগুলোতে আমি ভাল।'

অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের জন্য ড্যাভিডের পরামর্শ হল, আপনার মনে যে ধরনের পেশাই থাকুক না কেন সবার আগে জেনে নেবেন সেই পেশার জন্য কি কি সাবজেক্ট নিলে ভাল হবে অথবা দরকার হবে। কি করবেন তা যদি আপনার জানা না থাকে তবে বিভিন্ন ধরনের একাধিক সাবজেক্ট নিতে পারেন। এতে আপনার সামনে একাধিক পথ খোলা থাকবে।

‘সিক্সথ ফর্মে আমি অধিকাংশ একাডেমিক সাবজেক্ট নিয়েছিলাম এবং ম্যাথেম্যাটিক্স, ইংলিশ এবং হিস্ট্রি (ইতিহাস) নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি কিছু বরকমারিতাও চেয়েছিলাম। তাই আমি ড্রামা নিয়েছি, যা আমি খুব উপভোগ করি।’

16 বছর পরবর্তী আর্থিক সাহায্য

আপনি কি আপনার সন্তানকে লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়ার উৎসাহ দিতে চান কিন্তু লেখাপড়ার খরচ নিয়ে চিন্তিত? আপনার সন্তান স্কুলে বা কলেজে যেখানেই লেখাপড়া করে না কেন তার জন্য আপনি অনেক ভাবে আর্থিক সাহায্য পাবেন।

এজুক্যাশন মেইনটেন্যান্স এলাওয়েন্স (ই.এম.এ)

ই.এম.এ (EMA) সাপ্তাহিক ভাবে সর্ব্বাধিক £10, £20 এবং £30 করে (পরিবারের আয়ের পরিমাণের উপর নির্ভর করে) দেওয়া হয়। আপনার সন্তানের ব্যাংক একাউন্টে তা সরাসরি পরিশোধ করা হবে। 2008-09 সালে ই.এম.এ গ্যারান্টির মাধ্যমে এই নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে যে একজন শিক্ষার্থী যতক্ষণ পর্যন্ত শিক্ষা চুক্তিতে বর্ণিত শর্তগুলো মেনে চলবেন ততক্ষণ পর্যন্ত একই হারে সর্ব্বাধিক তিন বছর ব্যাপী ই.এম.এ পেয়ে যেতে থাকবেন।

এই পয়সা দিয়ে আপনার সন্তান দৈনন্দিন শিক্ষার খরচ যেমন বইপত্র এবং শিক্ষাসামগ্রীর খরচ পরিশোধ করতে পারবে। এই সাপ্তাহিক এলাওয়েন্স ছাড়াও সে বাড়তি বোনাস পাওয়ার যোগ্য হতে পারে - তবে সে তখনই বোনাস পাবে যখন লেখাপড়ায় ভাল করে যাবে এবং টিচারের, টিউটরের বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দেওয়া লক্ষ্যগুলো অর্জন করে যেতে থাকবে।

আপনার সন্তান ই.এম.এ পেলে আপনাদের পরিবারের পাওয়া বেনিফিট কমানো হবে না। আপনি চাইল্ড বেনিফিট এবং চাইল্ড ট্যাক্স ক্রেডিট ইত্যাদি বেনিফিট দাবী করতে পারবেন। আপনার সন্তান যদি পার্ট-টাইম কাজ করে তারপরেও সে ই.এম.এ দাবী করতে পারবে।

আপনার সন্তান ইয়ার 11 এর পরে ই.এম.এ পাওয়ার যোগ্য হতে পারে যদি:

- তার বয়স 16-18 বছর হয়
- সে:
  - স্কুলে বা কলেজে ফুলটাইম লেখাপড়া করে
  - বা e2e প্রোগ্রামে থাকে (নিচের টিকাটি দেখে নিন)
  - বা এপ্রেন্টিসশিপ অর্জন করা যায় এমন একটি কোর্স করে (প্রোগ্রাম লেড এপ্রেন্টিসশিপ নামে পরিচিত)
- আপনার পরিবারের আয় একটি নির্দিষ্ট সীমার ভিতরে থাকে (2008-09 সালের দরখাস্তকারীদের ক্ষেত্রে 2007-08 সনের পারিবারিক আয় £30,810 এর নিচে হতে হবে)।

ইয়ার 11 এর স্প্রিং টার্মের শেষের দিকে আপনার সন্তানের স্কুল থেকে ই.এম.এ সম্পর্কিত তথ্যাদি মা-বাবাদের/ছাত্রছাত্রীদের কাছে পাঠানোর কথা। দরখাস্ত পূরণ করার ব্যাপারে এবং দরখাস্তের সাথে যেসব কাগজপত্র বা প্রমাণ দাখিল করতে হবে সেগুলোর ব্যাপারে কানেকশন্স এর পার্সোন্যাল এডভাইজার পরামর্শ দিতে পারবেন। ই.এম.এ সম্পর্কে এবং এটির জন্য দরখাস্ত করার সম্পর্কে আরো জানার জন্য **www.direct.gov.uk/ema** ওয়েবসাইটে যান অথবা লার্নার সাপোর্ট এর সাহায্যলাইন 0800 121 8989 নাম্বারে ফোন করুন।

নতুন e2e ব্যবস্থা
2008 সনের জুন থেকে এল.এস.সি (LSC)-র অর্থায়নে পরিচালিত e2e কোর্স করছে এমন ছাত্রছাত্রী তাদের পারিবারিক আয় যাই হোক না কেন সপ্তাহিক সর্ব্বাধিক পরিমাণের ই.এম.এ পাওয়ার যোগ্যতা রাখে (তবে বয়স এবং আবাসিক শর্ত পূরণ করতে হবে)। বিস্তারিত জানার জন্য **www.connexions-direct.com** ওয়েবসাইটে গিয়ে প্রথমে 'Work'এবং তারপর 'Work Schemes' সিলেক্ট করুন।

ডিসক্রেশনারি সাপোর্ট ফান্ডস

ফার্দার এজুক্যাশনের (স্কুল পরবর্তী শিক্ষার) সাথে জড়িত খরচ পরিশোধে 16 বছর এবং তার বেশী বয়সের ছাত্রছাত্রীরা ডিসক্রেশনারি সাপোর্ট ফান্ডের পয়সা ব্যবহার করতে পারবে। যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন তাদেরকে এই পয়সা দেওয়া হয়। আপনার সন্তানের স্কুলের বা কলেজের স্টুডেন্ট সাপোর্ট অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে এই ফান্ড পাওয়ার ব্যবস্থা করা যাবে। ডিসক্রেশনারি সাপোর্ট ফান্ড সম্পর্কে সাধারণ তথ্য এই ওয়েবসাইটে পাবেন: **www.direct.gov.uk**

পরিবহন খরচ
একেকটি লোক্যাল অথোরিটির ক্ষেত্রে ভ্রমন খরচে সাহায্যের পরিমাণ একেক রকমের হয়ে থাকে। বিস্তারিত জানার জন্য এই ওয়েবসাইটে যান: **www.direct.gov.uk/extrahelp**

ড্যান্স এন্ড ড্রামা এওয়ার্ড
ড্যান্স এন্ড ড্রামা এওয়ার্ডের পয়সা দিয়ে ইংল্যান্ডের কিছু নামকরা ড্যান্স এবং ড্রামা শিক্ষা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা ও থাকার খরচ পরিশোধ করা যায়। এওয়ার্ডের সংখ্যা সীমিত এবং চাহিদা খুব বেশি। অর্থের পরিমাণ আংশিক ভাবে পারিবারিক পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে। বিস্তারিত জানার জন্য এই ওয়েবসাইটে যান:
www.direct.gov.uk/danceanddrama

আর্থিক সাহায্যের আরো উৎস
দাতব্য সংস্থা এবং ট্রাস্ট সহ কিছু জাতীয় এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট কিছু সাবজেক্ট নিয়ে পড়ালেখা করছে এমন ছাত্রছাত্রীদেরকে অথবা নির্দিষ্ট কোনো ধরনের ডিজেবোল্ড ছাত্রছাত্রীদেরকে আর্থিক অনুদান দিয়ে থাকে। 'স্কিল: ন্যাশন্যাল ব্যুরো ফর স্টুডেন্টস উইথ ডিজেবিলিটিজ' নামের প্রতিষ্ঠানটি সহ এ ধরনের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোর বিবরণ **www.skill.org.uk** ওয়েবসাইটে এবং এজুক্যাশন্যাল গ্রান্টস এডভাইজরি সার্ভিসের ওয়েবসাইট **www.egas-online.org.uk**-তে পাবেন। আপনার এলাকার লাইব্রেরীতে এগুলো সম্পর্কে তথ্য থাকতে পারে।

প্রশিক্ষণার্থী এবং ট্রেইনিং গ্রহণকারীদের জন্য সাহায্য ব্যবস্থা
যারা প্রোগ্রাম লেড এপ্রেন্টিসশিপ যোগ্যতা অর্জন করা যায় এমন কোনো কৌর্স করছেন তারা ই.এম.এ দাবী করতে পারবেন। কি ধরনের এপ্রেন্টিসশিপ করছেন তার উপর ভিত্তি করে এপ্রেন্টিসরা ভ্রমন খরচ বা শিশু পরিচর্যার খরচে সাহায্য বাবদ সামান্য অর্থ পেতে পারেন। তাদের আয় কম হলে অথবা বাচ্চাদের দেখাশোনা করার দরকার হলে তারা নির্দিষ্ট কিছু বেনিফিট পাওয়ারও যোগ্য হতে পারেন। বিস্তারিত জানার জন্য এপ্রেন্টিসশিপের সাহায্যলাইন 08000 150 600 নাম্বারে যোগাযোগ করুন অথবা এই ওয়েবসাইটে যান: **www.apprenticeships.org.uk**

কম বয়সের মা-বাবাদের জন্য সাহায্য
আপনার সন্তানের বয়স 20 বছরের নিচে হলে এবং সে বাচ্চার মা কিংবা বাবা হলে, সে রেজিস্টার্ড শিশু পরিচর্যাকারীর কাছে বাচ্চাকে রাখার খরচ বাবদ 'কেয়ার টু লার্ন' নামের আর্থিক সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হতে পারে, যাতে করে সে স্কুলে বা কলেজে এমন কোনো কৌর্স করতে পারে যেটির মাধ্যমে এপ্রেন্টিসশিপ বা e2e যোগ্যতা অর্জন করা যায়। বিস্তারিত জানার জন্য কানেকশন্সের একজন পার্সোন্যাল এডভাইজারের সাথে কথা বলুন অথবা এই ওয়েবসাইটে যান:
www.direct.gov.uk/caretolearn

ডিজেবোল্ড বা লার্নিং ডিফিকাল্টিজ (বুদ্ধি প্রতিবন্ধি) উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের জন্য সাহায্য ব্যবস্থা
কলেজগুলোর সাধারণত ডিজেবোল্ড উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের অসুবিধা দূর করার জন্য আর্থিক সাহায্য ব্যবস্থা থাকে। উদাহরণস্বরূপ কলেজগুলো এ ধরনের ছাত্রছাত্রীদেরকে বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি বা বাড়তি সহায়তা প্রদান করে। পরিবহন জনিত সমস্যার কারণে যাতে এ ধরনের ছাত্রছাত্রী কলেজে যাতায়াতের ক্ষেত্রে অসুবিধার সম্মুখীন না হয় সেজন্য লোক্যাল অথোরিটিগুলো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বাধ্য রয়েছে। তাই কখনো কখনো লোক্যাল অথোরিটিগুলো ডিজেবোল্ড ছাত্রছাত্রীদের ভ্রমনে সাহায্য করে। কলেজ থেকেও ভ্রমন খরচে সাহায্য দেওয়া হতে পারে।

স্থানীয় কোনো স্কুল বা কলেজ যদি আপনার সন্তানের ডিজেবিলিটির উপযুক্ত লেখাপড়ার সুযোগ সুবিধা দিতে না পারে তবে আপনার সন্তান কোনো একটি বেসরকারী ডিজেবোল্ড ছাত্রছাত্রীদের আবাসিক স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পেতে পারে।

আপনার সন্তান যদি কোনো চাকরি পেয়ে থাকে বা শীঘ্রই চাকরী শুরু করার পথে থাকে, তবে ডিজেবিলিটি জনিত বাড়তি খরচগুলো বাবদ যেমন কর্মস্থলে যাওয়া আসার, বিশেষ ধরনের যন্ত্রপাতি বা সহায়তার, এবং বাসস্থান উপযোগীকরণের খরচে 'একসেস টু ওয়ার্ক' নামের স্কিম থেকে সাহায্য পেতে পারে। বিস্তারিত জানার জন্য এই ওয়েবসাইটে যান:
www.jobcentreplus.gov.uk

ইয়ার 11 এর পরে আপনার সন্তান যে বাড়তি আর্থিক সাহায্যগুলো পাওয়ার অধিকার রাখে সেগুলো সম্পর্কে জানতে আপনার সন্তানের কানেকশন্সের পরামর্শদাতা আপনাকে সাহায্য করতে পারবেন।

উঠতি বয়সের যুবক যুবতীদের জন্য আর্থিক সাহায্য
এটি একটি বইয়ের নাম। এই গুরুত্বপূর্ণ বইয়ে 16–19 বছর বয়সীদের জন্য সব ধরনের আর্থিক সাহায্য ব্যবস্থার সারাংশ তুলে ধরা হয়েছে এবং এর সাথে সাথে আরো তথ্য পাওয়ার স্থানগুলো সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে। **www.direct.gov.uk/moneytolearn** ওয়েবসাইটে গিয়ে অথবা লার্নিং এন্ড স্কিলস কাউন্সিল (LSC)-র **www.lsc.gov.uk** ওয়েবসাইটে গিয়ে আপনি এই বইটি ডাউনলোড করে নিতে পারবেন। নতুবা এল.এস.সি-র হেল্পলাইন 0870 900 6800 নাম্বারে ফোন করে বিনামূল্যের একটি বইয়ের অর্ডার দিতে পারবেন (অর্ডার দেওয়ার সময় রেফারেন্স LSC-P-NAT-070158 উল্লেখ করবেন)।

থান এর কথা:
থান ইয়ার 12-এ লেখাপড়া করছে। সে ম্যাথেম্যাটিক্স, ল'. কেমিস্ট্রি এবং সাইকোলজিতে তার স্কুলের সিক্সথ ফর্মে A লেভেল করছে। তার চলমান শিক্ষায় সাহায্যের জন্য থান এজুক্যাশন মেইনটেন্যান্স এলাওয়েন্স (ই.এম.এ) দাবী করতে পারবে।

এটি দাবী করলে সে নিয়মিত ভাবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের পয়সা পাবে। এই পয়সা দিয়ে সে বইপত্র এবং প্রসাধনী সামগ্রী কিনতে পারবে। ফলে সে লেখাপড়ায় মনোযোগ দিতে পারবে।

'ই.এম.এ না পেলে আমাকে আরো বেশি সময় পার্ট-টাইম কাজ করতে হত। ফলে স্বভাবতই লেখাপড়ার সময়টা সেদিকে চলে যেত।'

ই.এম.এ পেতে থাকার শর্ত হিসাবে থানকে সকল লেসনে (পাঠগ্রহণে) যোগ দিতে হত এবং এর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ তার টিচারদের কাছ থেকে দস্তখত নিতে হত।

যদিও ই.এম.এ পেতে হলে কিছু শর্ত পূরণ করতে হয়, তথাপি থান মনে করে যে ই.এম.এ পাওয়ার কারণে সে বিরাট লাভবান হয়েছে। ক্লাসে যোগ দিলে যেহেতু পয়সা পাওয়া যাবে সেহেতু সে তাতে যোগ দেওয়ার উৎসাহ বোধ করেছিল। পার্ট-টাইম কাজ থেকে সে যে পয়সা পায় সেই পয়সার জন্য থান এর ই.এম.এর পয়সা কাটা যায় না।

'আমি ই.এম.এ পাচ্ছি বলে আমার মা-বাবাও খুশি। কারণ আমার ভ্রমন ও বইপত্রের খরচ তাদেরকে দিতে হয় না। যার ফলে তাদের ব্যয় কমে যাচ্ছে।'

এ লেভেল শেষ করার পর থান ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে চায়। ইউনিভার্সিটিতে বিভিন্ন ধরনের লেখাপড়ার পথ নিয়ে সে তথ্য অনুসন্ধান করবে এবং উচ্চ শিক্ষা গ্রহণকালে আর্থিক সাহায্য. যেমন অফেরতযোগ্য মেইনটেন্যান্স গ্রান্ট, পাবে কি না সে সম্পর্কে পরামর্শ নেবে।

বয়স 18 বছর পরবর্তী পথসমূহ

উচ্চশিক্ষা কেন?

চাকুরীর বাজার বদলে যাচ্ছে এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন কর্মীদের চাহিদা প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তাই 18 বছর বয়সের পরে আগের থেকে অনেক বেশি লোক উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করছে। উচ্চ শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলে চাকুরি লাভের সম্ভাবনা বেড়ে যায়, ভাল লাগার কাজ পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে এবং বেশি রোজগারের সম্ভাবনা থাকে।

উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করলে আপনার সন্তান নতুন দক্ষতা শিখবে। ইউনিভার্সিটিতে স্বতন্ত্রভাবে ভাবে লেখাপড়া করতে হয়। এর ফলে আপনার সন্তান দায়িত্বশীল হয়ে উঠবে, সময়কে কাজে লাগানো শিখবে এবং নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরে কাজ শেষ করতে উৎসাহী হয়ে উঠবে - এর সবগুলোই জীবন এবং চাকুরীর জন্য মূল্যবান দক্ষতা।

উচ্চ শিক্ষার কৌর্সের কিছু ইদাহরণ নিচে দেওয়া হল:

হাইয়ার ন্যাশন্যাল সার্টিফিকেট এবং ডিপ্লোমা (HNC এবং HND) - এগুলো কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত শিক্ষাগত যোগ্যতা। এগুলোর মাধ্যমে বিশেষ কোনো কাজের বা চাকুরীরর জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করা যায়। এগুলো পাশ করলে পেশাদারদের এবং চাকুরীদাতাদের প্রতিষ্ঠানগুলোর মেম্বার হওয়ার যোগ্যতা লাভ করা যায়। এইচ.এন.সি করতে এক বছর লাগে, এবং এইচ.এন.ডি করতে দুই বছর লাগে। সাধারণত বাড়তি এক বছর লেখাপড়া করে ব্যাচেলর ডিগ্রি লাভ করা যায়।

ফাউন্ডেশন ডিগ্রি - ফাউন্ডেশন ডিগ্রি কলেজ ইউনিভার্সিটির শিক্ষার সাথে কর্মস্থল ভিত্তিক শিক্ষার সংযোগ ঘটায়| ইউনিভার্সিটি, কলেজ এবং চাকুরীদাতারা মিলে ফাউন্ডেশন ডিগ্রির কৌর্স তৈরি করেন। এসব কৌর্সে ভর্তি হওয়া ছাত্রছাত্রীরা যাতে বিভিন্ন খাতে কাজ করার জ্ঞান এবং দক্ষতা অর্জন করে তা কৌর্স তৈরি করার সময় নিশ্চিত করা হয়। ফুল-টাইম ফাউন্ডেশন ডিগ্রি করতে দুই বছর লাগে এবং তা অনেকটা ব্যাচেলর ডিগ্রির প্রথম দুই বছরের সমমানের। বাড়তি এক বছর লেখাপড়া করে ছাত্রছাত্রীরা ফাউন্ডেশন ডিগ্রিকে ব্যাচেলর ডিগ্রিতে রূপান্তরিত করতে পারে।

ডিগ্রি - ডিগ্রি কৌর্স কোনো একটি সাবজেক্টে সম্পর্কে অতি সামপ্রতিক তথ্য ও ধ্যান ধারণা mn, সুগভীর জ্ঞান প্রদান করে। যে কোনো ডিগ্রি কৌর্সই তথ্য প্রমাণাদির বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন, সমস্যা সমাধান, যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ, রিপোর্ট লিখন এবং উপস্থাপন সহ এমনসব দক্ষতা দক্ষতা প্রদান করে যেগুলোর কদর কর্মস্থলে খুব বেশি। কিছু সাবজেক্টে যেমন ফার্মাসিউটিক্স বা ল' বিষয়ে ডিগ্রি করলে বিশেষ বিশেষ পেশার জন্য তৈরি হওয়া যায়।

অধিকাংশ ফুল-টাইম ডিগ্রি কৌর্সের মেয়াদকাল তিন বছর। তবে কৌর্সের অংশ হিসাবে শিল্প কারখানায় বা বিদেশে এক বছর কাটাতে হলে তা চার বছর। কিছু ডিগ্রি কৌর্স যেমন ভেটেনারি সাইন্স (পশু চিকিৎসা বিজ্ঞান) এবং আর্কিটেকচার (স্থাপত্যশিল্প), ইত্যাদি কৌর্সের মেয়াদকাল আরো বেশি হয়ে থাকে। পার্ট টাইম লেখাপড়া করে এবং দূরশিক্ষার মাধ্যমেও ডিগ্রি করা যায়|

ইউনিভার্সিতে ভর্তির দরখাস্ত করা

ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হবে কি না, তা ঠিক করা আপনার সন্তানের জন্য হবে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি সিদ্ধান্ত। সুতরাং সময় ব্যয় করে ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়ার ব্যাপারে জেনে নেবেন।

স্কুল, কলেজে, লাইব্রেরীতে এবং ইউনিভার্সিটিগুলোতে নির্দেশিকা এবং তথ্যপত্র পাবেন। প্রতিটি ইউনিভার্সিটির নিজস্ব ওয়েবসাইট আছে। ওয়েবসাইটগুলো ইউনিভার্সিটি যে সব সাবজেক্টে ডিগ্রি কৌর্স করিয়ে থাকে সেগুলো সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট তথ্য রয়েছে। আরো রয়েছে ইউনিভার্সিটি চত্বরে ছাত্রছাত্রীদের জীবন এবং অনেক ধরনের পরামর্শদাতাদের সাথে যোগাযোগের বিবরণ। ভর্তির কাছাকাছি সময়ে ইউনিভার্সিটিগুলোর ওপেন ডে-তে (মা-বাবা ও ছাত্রছাত্রীদের জন্য তথ্যদিবসে) যোগ দেবেন। এতে যোগ দিলে ইউনিভার্সিটির পরিবেশ সম্পর্কেই শুধু জানতে পারবেন না, বরং আপনার সন্তানকে শিক্ষাদানের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের সাথে পরিচিতও হতে পারবেন। ইউনিভার্সিটি এবং উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে মা-বাবাদের জন্য আরো ইউনিভার্সিটিজ এন্ড কলেজেস এডমিশন (UCAS) এর **www.ucas.ac.uk/parents** ওয়েবসাইটে এবং **www.direct.gov.uk/uni** ওয়েবসাইটে রয়েছে।

17 ও 18 বছর বয়সে অন্যান্য পথসমূহ

এক বছর বিরতি নেওয়া
কিছু যুবক যুবতী তাদের লেখপড়া বা পেশার পরের স্তরে যাওয়ার আগে এক বছর লেখাপড়ায় বিশ্রাম (গ্যাপ ইয়ার) নিয়ে থাকে। অধিকাংশ ইউনিভার্সিটিই এটাকে ভাল দিক হিসাবে গ্রহণ করে থাকে কারণ যুবক যুবতীরা শিক্ষার পরের স্তরে প্রবেশের আগে তাদের জীবনের পরিধি পরিণত ও বিস্তার করার সুযোগ পায়। তা সি.ভি-কেও আকর্ষণীয় করে তুলে কারণ চাকুরীদাতাদের কাছে সুপরিকল্পিত বিশ্রামের বছরটির কদর অনেক।

ভলান্টারি কাজই বলুন, বেতনের কাজই বলুন অথবা বিশ্ব ভ্রমন যাই বলুন না কেনে - এসব যে কোনো ব্যাপারে আপনার সন্তানকে সাহায্য করে এমন বহু প্রতিষ্ঠান রয়েছে। উচ্চশিক্ষায় ভর্তি হতে ইচ্ছুক ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষায় এক বছর বিরতি নিতে চাইলে তাদের ভর্তির ইউ.সি.এ.এস (UCAS) ফর্মে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চয়ন করার সময় ডেফার্ড এন্ট্রি (এক বছর বাদে ভর্তি) পছন্দ করে নিতে পারবে। বিস্তারিত জানার জন্য এই ওয়েবসাইটে যান:
www.yearoutgroup.org

এপ্রেন্টিসশিপ
যদি আপনার সন্তান ফুল-টাইম লেখাপড়া করতে না চায়, তবে সে একটি এপ্রেন্টিসশিপের জন্য দরখাস্ত করতে পারে। এপ্রেন্টিসপিশ করলে ভাল হারে বেতন পাওয়া যায় এবং একই সাথে চাকুরীদাতাদের কাছে কদর রয়েছে এমন দক্ষতা এবং শিক্ষাগত যোগ্যতা অর্জন করা যায়। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: **www.apprenticeships.org.uk**

চাকরি ধরা
আপনার সন্তান যদি ফুল-টাইম লেখাপড়া না করে একটি চাকরি ধরার সিদ্ধান্ত নেয়, তবে ট্রেইনিং নেয়ার সুযোগ রয়েছে এমন একটি চাকরির সন্ধান করতে আপনার সন্তানকে উৎসাহ দিন। চাকরির সন্ধান করা, দরখাস্ত ফর্ম পূরণ করা এবং ইন্টারভিউর জন্য তৈরি হওয়া, ইত্যাদি ব্যাপারে স্কুলে বা কলেজে আপনার সন্তান সাহায্য পাবে। স্থানীয় ভাবে আপনার সন্তানের উপযুক্ত এবং ট্রেইনিং নেয়ার সুবিধা সম্বলিত চাকরিগুলোর সম্পর্কে তার কানেকশন্সের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতার কাছে বিস্তারিত তথ্য থাকবে।

ব্যবসা শুরু করা।
স্কুলের লেখাপড়া শেষ করার পর ব্যবসা শুরু করার সাধারণত অনেকটা অস্বাভাবিক ব্যাপার হতে পারে। তবে আপনার সন্তানের মনে যদি ভাল কোনো ব্যবসায়িক ধারণা থাকে, তবে অনেক প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে সে সাহায্য নিতে পারবে। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: **www.connexions-direct.com, www.shell-livewire.org** এবং **www.businesslink.gov.uk**

উচ্চশিক্ষায় আর্থিক সাহায্য ব্যবস্থা
উচ্চশিক্ষা গ্রহণে আপনার সন্তানকে সহায়তা করতে পয়সা খরচ হতে পারে। তবে এই খরচ ভবিষ্যতের জন্য বিনিয়োগ হিসাবে দেখবেন।

ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হতে যাচ্ছে এমন ছাত্রছাত্রীদের জন্য অনেক ধরনের আর্থিক সাহায্য ব্যবস্থা রয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের জন্য আর্থিক সাহায্য ব্যবস্থা এখন উন্নত করা হয়েছে। ফলে বর্তমানে আগের চেয়ে অনেক বেশি ফুল-টাইম ছাত্রছাত্রী এমন সব আর্থিক সাহায্য পাবে যা তাদেরকে ফেরত দিতে হবে না। (প্রায় দুই তৃতীয়াংশ নতুন এবং যোগ্য ছাত্রছাত্রী কিছু অফেরতযোগ্য আর্থিক সাহায্য পাবে) বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন:
www.direct.gov.uk/studentfinance

দুই ধরনের আর্থিক সাহায্য ব্যবস্থা রয়েছে, যেমন:

- স্টুডেন্ট লৌন (ছাত্রছাত্রীদের জন্য ঋণ) যা পরে ফেরত দিতে হবে
- গ্রান্ট (অনুদান) এবং বার্সারি (বৃত্তি) যা ফেরত দিতে হবে না।

স্টুডেন্ট লৌন যা পরে ফেরত দিতে হবে

টুইশন ফি পরিশোধের জন্য স্টুডেন্ট লৌন - ইংল্যান্ডে বসবাসকারী ছাত্রছাত্রীরা টুইশন ফি পরিশোধের জন্য নিম্ন সুদের হারে স্টুডেন্ট লৌন নিতে পারবে। টুইশন ফির সমান পরিমাণ পর্যন্ত যে কোনো পরিমাণ লৌন নেওয়া যাবে। স্টুডেন্ট লৌন পারিবারিক বা ব্যক্তিগত আয়ের উপর নির্ভরশীল নয়। লৌনের পয়সা ছাত্র/ছাত্রীদের নিজ নিজ ইউনিভার্সিটি বা কলেজে সরাসরি পরিশোধ করা হয়।

থাকা খাওয়ার খরচ বাবদ স্টুডেন্ট লৌন (মাঝেমধ্যে এটিকে স্টুডেন্ট লৌন ফর মেইনটেন্যান্সও বলা হয়) - থাকা খাওয়ার মৌলিক খরচ বাবদ এই লৌন দেওয়া হয় এবং তা সরাসরি ছাত্র/ছাত্রীর ব্যাংক একাউন্টে পরিশোধ করা হয়। ছাত্রছাত্রী কোথায় বাস করছে তার উপর লৌনের পরিমাণ নির্ভর করে। ইউ.কে-র প্রত্যেক ছাত্র/ছাত্রীই সর্বমোট স্টুডেন্ট লৌনের 75% পাওয়ার যোগ্যতা রাখে। বাকীটুকু পাওয়া পরিবারের আয়ের উপর নির্ভর করে।

স্টুডেন্ট লৌন ফেরত দেওয়া - লেখাপড়া শেষ করার পর স্টুডেন্ট লৌন পরিশোধ করা ছাত্র/ছাত্রীদের উপর নির্ভর করে। থাকা খাওয়ার খরচ বাবদ এবং টুইশন ফি বাবদ লৌনগুলো একত্রিত করে নেওয়া হয়। বছরে £15,000 পাউন্ডের উপরে আয় করলে সেই আয়ের 9% করে পরিশোধ করে যেতে হবে। ইউনিভার্সিটির লেখাপড়া শেষ করে বছরে £15,000 পাউন্ডের বেশি আয় করলেই কেবল লৌন পরিশোধ শুরু করতে হয়। উদাহরণস্বরুপ কারোর বার্ষিক আয় যদি £18,000 হয় তবে তাকে প্রতি সপ্তাহে £5.19 করে পরিশোধ করে যেতে হবে।

ফেরত দিতে হবে না এমন আর্থিক সাহায্য

মেইনটেন্যান্ট গ্রান্টস (ভরণ পোষণ অনুদান) - আয়ের উপর ভিত্তি করে এগুলো দেওয়া হয় এবং তা ফেরত দিবে হবে না। 2008 সালে মেইনটেন্যান্স গ্রান্টের সর্বাধিক পরিমাণ হল £2,835।

- পারিবারিক আয় £25,000 এর কম হলে ছাত্রছাত্রীরা পুরো গ্রান্ট পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।
- পারিবারিক আয় £25,001 এবং £60,005 এর ভিতরে হলে ছাত্রছাত্রীরা আংশিক গ্রান্ট পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করবে।
- পারিবারিক আয়ের পরিমাণ £60,005 এর বেশি হলে কোনো গ্রান্ট পাবে না।

ফেরত দিতে হবে না এমন বার্সারি - আপনার সন্তান তার পছন্দকৃত ইউনিভার্সিটি বা কলেজ থেকে বার্সারি পাওয়ারও যোগ্য গতে পারে। একেকটি ইউনিভার্সিটি বা কলেজের ক্ষেত্রে বার্সারি ব্যবস্থা একেক রকমের হয়ে থাকে। বার্সারির পয়সা ফেরত দিতে হয় না। বার্সারির ন্যূনতম পরিমাণ হল £310। তবে অনেক প্রতিষ্ঠান আরো অনেক বেশি প্রদান করে থাকে। সর্বাধিক পরিমাণের টুইশন ফি এবং পুরো মেইনটেন্যান্স গ্রান্ট গ্রহণকারী ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে 2007-08 শিক্ষাবর্ষে বার্সারির পরিমাণ ছিল প্রায় £1,000। ইউনিভার্সিটি বা কলেজ স্কলাশিপ (শিক্ষাবৃত্তি) বা স্পন্সরশীপ (শিক্ষার খরচ) ও প্রদান করতে পারে।

ডিজেবোল্ড স্টুডেন্টসেস এলাওয়েন্স (DSA) - পড়ালেখা করার জন্য এবং ডিজেবিলিটি, মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা বা বিশেষ ধরনের বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা জনিত বাড়তি খরচ বহনে সাহায্য করার জন্য এটি দেওা হয়। এর পরিমাণ আয়ের উপর নির্ভর করে না এবং তা ফেরত দিতে হয় না। চিকিৎসা বহির্ভূত ব্যক্তিগত পরিচর্য্যা, ডিজেবোল্ড লোকদের চলাফেরায় সাহায্যকারী গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রসামগ্রী এবং ডিজেবিলিটি জনিত অন্যান্য খচর বাবদ এই পয়সা দেওয়া হতে পারে।

চাইল্ডকেয়ার গ্রান্ট, প্যারেন্টসেস লার্নিং এলাওয়েন্স এবং এডাল্ট ডিপেন্ডেন্টস গ্রান্ট - এগুলো সেসব ছাত্রছাত্রীদেরকে দেওয়া হয় যাদের আয়ের উপর বাচ্চা কিং প্রাপ্তবয়স্ক কেউ নির্ভরশীল। আয়ের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে এই পয়সা দেওয়া হয় এবং তা ফেরত দিতে হয় না। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন: **www.direct.gov.uk/studentfinance**

একসেস টু লার্নিং ফান্ড - এটি ইউনিভার্সিটি এবং কলেজের মাধ্যমে পাওয়া যায়। উচ্চশিক্ষা ও পড়ালেখা চালিয়ে যাওয়ার জন্য যাদের বাড়তি আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন হয় তাদেরকে এটি সাহায্য করে। এগুলো সাধারণত গ্রান্ট (অনুদান) হিসাবে দেওয়া হয়, তবে তা ফেরতযোগ্য লৌন হিসাবেও দেওয়া হতে পারে।

বেথানির কথা:

বেথানি ইয়ার 12-এ লেখাপড়া করে। সে আর্ট এন্ড ডিজাইন সাবজেক্টে বিটেক ফার্স্ট ডিপ্লোমা করছে। সে কৌর্সটি উপভোগ করছে এবং লেখাপড়ায় তার ভার অগ্রগতি হচ্ছে। স্কুলের শেষবর্ষে তার লিম্ব-গ্রিডোল মাসকুলার ডিস্ট্রৌফি নামের একটি শারীরিক সমস্যা দেখা দেয়। তাই প্রথমত বেথানি কলেজে ভর্তি হবে কি না তা নিয়ে চিন্তিত ছিল।

‘আমার চলাফেরার ক্ষমতা নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলাম। কলেজে কিভাবে যে চলাফেরা করবো তা নিয়ে আমি চিন্তিত ছিলাম। আমার জন্য প্রয়োজন ছিল ডিজেবোল্ড লোকদের সুবিধা সম্বলিত ক্লাসরুম এবং লিফট ব্যবহার করতে পারার সুবিধা।’

কলেজ শুরু করার আগে বেথানি ভ্রমন খরচে আর্থিক সাহায্যের জন্য দরখাস্ত করে। প্রতিদিন ট্যাক্সিতে করে কলেজে যাওয়া আসার খরচ মঞ্জুর করা হয়।

‘আমি নিজেই ট্যাক্সি কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করতে পারি এবং প্রয়োজন বোধে ট্যাক্সি পাঠানোর সময় বদলিয়ে নিতে পারে। কোম্পানীটি খুব নমনীয়। আমরা প্রয়োজন অনুযায়ী তারা কাজ করে। ট্যাক্সি আমাকে কলেজের মূল প্রবেশপত্রে আমাকে নামিয়ে দেয়। তাই আমাকে বেশি দূর হাটতে হয় না।’

কলেজে যাওয়া শুরু করার আগেই বেথানির কানেকশন্সের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা কলেজ কর্তৃপক্ষকে তার সমস্যাগুলো জানিয়ে নেন। কলেজ কর্তৃপক্ষ তখন তার জন্য লিফটে চড়ে যাওয়া যায় এমন একটি সুবিধাজনক রুমে তার ক্লাসের ব্যবস্থা করেন। লেসনগুলো (পাঠদানগুলোও) পুনর্বিন্যাস করে নেওয়া হয় যাতে বেথানিকে এক ক্লাস থেকে অন্য ক্লাসে যাওয়া আসা না করতে হয়। এগুলো ছাড়াও কম্পিউটার সরঞ্জাম কেনার খরচ বাবদ বেথানির নামে আর্থিক অনুদান মঞ্জুর করা হয়।

বেথানি যে সাহায্যগুলো পেয়েছে সেগুলো তার প্রাথমিক উদ্বেগগুলো দূর করেছে এবং কলেজে ডিজেবিলিটির কারণে কম সুবিধা পাওয়ার সম্ভাবনা থেকে রেহাই পেয়েছে।

উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের চিন্তনীয় বিষয়সমূহ

মাঝেমধ্যে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের মধ্যে এমন কিছু সমস্যা থাকতে পারে যেগুলোর কারণে জীবনের অন্যান্য দিক সামলানো তাদের জন্য কঠিন হয়ে উঠে। পিছনে ফিরে গিয়ে আপনার নিজের উঠতি বয়সটা নিয়ে একটু ভেবে দেখেন না কেন। তখন আপনার মনের ভাবটা কেমন ছিল, কি কি সমস্যার সম্মুখীন আপনি হয়েছিলেন। তাই গুরুত্ব সহকারে আপনার সন্তানের দৃষ্টিতে তার সামনের চ্যালেঞ্জগুলো বোঝার চেষ্টা করবেন, এবং যে সমস্যাগুলোর সম্মুখীন সে হচ্ছে সেগুলো বোঝারও চেষ্টা করবেন। এ বয়সে আপনি যেসব চ্যালেঞ্জ এবং সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন সেগুলো থেকে তার সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জগুলো খুব ভিন্ন ধরনের হতে পারে।

বিভিন্ন স্থান থেকে তথ্য, পরামর্শ এবং সহায়তার ব্যবস্থা রয়েছে। আপনার সন্তানের সাথে কথাবার্তা শুরু করায় এগুলো সাহায্য করতে এবং তার সাথে আলাপ আলোচনা একটু সহজ করে তুলতে পারবে।

অনেক স্কুল এবং কলেজ এখন মা-বাবা/অভিভাবকদের জন্য তথ্য জানার ক্লাস পরিচালনা করে। এ ধরনের ক্লাসে আপনার সন্তানের সাথে জড়িত সমস্যাসমূহ, যেমন সন্তানের সাথে আপনাদের সংযোগ বিচ্ছিন্নতা অথবা তার মেজাজমর্জিতে পরিবর্তন, ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হতে পারে। এ ধরনের ক্লাসে যোগ দিলে আপনি হয়ত সকল প্রশ্নের জবাব পাবেন না, তবে আপনার মত আরো অনেক লোকের অভিজ্ঞতার কথা শুনে এবং তাদের সাথে পরামর্শ এবং কলা-কৌশল বিনিময় করে আপনি অনেকটা শান্তি পেতে পারেন।

সময় নিয়ে আপনার উঠতি বয়সের সন্তানের সাথে কথা বলুন। তার ব্যাপারে আপনার উদ্বেগগুলো নিয়ে ঘরোয়া ভাবে আলাপ করুন। তবে আচার আচরণের একটি সীমা নির্ধারণ করে দিতে ভয় পাবেন না। সন্তানের সাথে কিছুটা দর কষাকষি করে উভয় পক্ষ মিলে সীমা নির্ধারণ করলে তা বেশি কার্যকরী হবে।

আজকালকার উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের সামনে ভাল মন্দ অনেক পথ খোলা রয়েছে। কখনো কখনো এই বয়সের ছেলেমেয়েরা খারাপ পথে চলে যেতে পারে। মা-বাবাদের জন্য বড় পরামর্শটি হল সন্তানের মধ্যে যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে গোড়াতেই হস্তক্ষেপ করবেন এবং সেটাই উত্তম।

স্বাস্থ্য, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং দৈহিক ওজন
আপনার সন্তানের সার্বিক সুখ, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য যা প্রয়োজন তা হল অনেক ব্যায়াম করা এবং ভাল খাওয়াদাওয়া করা। তার দেহের ওজন প্রয়োজনীয় পরিমাণ থেকে বেশি হলে ডায়াবেটিস, হার্টের রোগ এবং নির্দিষ্ট কয়েক ধরনের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে। আপনার সন্তানকে প্রতিদিন সকালের নাস্তা খেতে উৎসাহ দেবেন। সে সহজে পেতে পারে এমন কোনো স্থানে প্রচুর তাজা ফল এবং স্বাস্থ্যকর হালকা খাবার রাখবেন। আপনার সন্তানের দেহের ওজন বা খাওয়ার অভ্যাস নিয়ে চিন্তিত থাকলে আপনার ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন।

বুলিয়িং (নিপীড়ন)
আপনার সন্তান অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর নিপীড়নের শিকার হচ্ছে কি না তা কিভাবে বুঝবেন? বোঝার লক্ষণগুলোর ভিতরে থাকতে পারে: শারীরিক চিহ্ন যেমন আঘাতের চিহ্ন বা জামাকাপড় ছিড়া, আবেগজনিত এবং আচরণগত চিহ্ন যেমন মেজাজমর্জি কখনো ভাল কখনো খারাপ, বন্ধুদের দল থেকে দূরে থাকে, স্কুল এড়িয়ে চলে, সহজে মন খারাপ করে অথবা বা আক্রমনাত্মক আচরণ করে যা তার সাধারণত তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। আপনার সন্তানের মধ্যে উপরোক্ত কোনো লক্ষণ দেখতে পেলে তার সাথে কথা বলার চেষ্টা করুন।

ড্রাগ, এলকোহল এবং ধূমপান
অনেক কারণে উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েরা ড্রাগ, এলকোহল এবং ধূমপান শুরু করতে পারে। কিছু হুশিয়ারি সংকেতের ব্যাপারে সতর্ক থাকবেন। সংকেতগুলো হল তার শরীরের ওজন কমছে অথচ তার কারণ জানা নেই, বন্ধু-বান্ধব পরিবর্তন করেছে অথবা স্কুলে লেখাপড়ায় তার অগ্রগতি কম হচ্ছে। ড্রাগ, এলকোহল এবং তামাক জীবনে কি ধরনের পরিণতি নিয়ে আসতে পারে, তা নিয়ে আপনার সন্তানের সাথে খোলাখুলি ভাবে আলাপ করুন। এগুলোর সাথে জড়িত বিপদের ঝুকিগুলো সম্পর্কে তাদের জানা থাকা খুব প্রয়োজন।

নিরাপদে ইন্টারনেট ব্যবহার করা

ইন্টারনেট একটি অপূর্ব সম্পদ। তবে তা বিপজ্জনকও। গুরুত্ব সহকারে আপনার সন্তানকে বিপদ সম্পর্কে সচেতন করবেন। ব্যক্তিগত তথ্য ইন্টারনেটের মাধ্যমে কাউকে দিতে মানা করবেন। কোনো ওয়েবসাইটে নাম রেজিস্টার করতে চাইলে পারিবারিক ই-মেইল এড্রেস ব্যবহার করতে বলবেন। ইন্টারনেট ফিল্টারিং সফটওয়ার ব্যবহার করার বিষয়টি বিবেচনা করুন এবং আপনার ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার (আই.এস.পি) কি কি প্রতিরক্ষামূলক সেবা প্রদান করে তা জেনে নিন।

যৌন এবং ভালবাসার সম্পর্ক

ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ওয়েলসে 16 বছর বয়সে এবং নর্দান আয়ারল্যান্ডে 17 বছর বয়সে যৌন সম্পর্ক বৈধ হয়। এই বয়সে পৌঁছার আগেই আপনার সন্তান কারোর সাথে এই ধরনের সম্পর্ক সম্পর্কে শুরু করে দিতে পারে। আপনার সন্তানের সাথে খোলাখুলি ও সহযোগিতামূলক মনোভাব নিয়ে আলাপ করলে জীবনের এই দিকটিতে সে চিন্তা-ভাবনা করে কাজ করবে।

গর্ভধারণ

যদি আপনার কন্যা সন্তানটি গর্ভধারণ করে ফেলে, তবে তার কানেকশন্সের পার্সোন্যাল এডভাইজার প্রয়োজনীয় সেবা ও সাহায্য ব্যবস্থাগুলো পেতে তাকে সাহায্য করবেন। বিকল্প হিসাবে আপনার জিপি-র সাথে সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠানগুলো নিয়ে আলাপ করুন। উঠতি বয়সের বাবাদেরকে কানেকশন্স এর ব্যক্তিগত পরামর্শদাতারাও সাহায্য এবং পরামর্শ দিতে পারবেন।

আইন বিরোধী কাজ

অধিকাংশ যুবক যুবতীই আইন ভঙ্গ করে না। তবে যারা তা করে, তাদের ক্ষেত্রে বুঝতে হবে যে তাদের জীবনের কোথাও না কোথাও সমস্যা রয়েছে। অপরাধমূলক কাজের পরিণাম সম্পর্কে কানেকশন্সের ব্যক্তিগত পরামর্শদাতারা আপনাকে ও আপনার সন্তানকে সাহায্য করতে পারবেন এবং জীবনের কোথাও কোনো সমস্যা থাকলে তা সমাধানের ব্যাপারেও সাহায্য করতে পারবেন।

ফোনে, ইমেইলে বা অনলাইনে তথ্য এবং সাহায্য প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ:

ব্যাখা
উঠতি বয়সের ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে　　মা-বাবাদের উদ্দেশ্যে　　যে কোনো কারোর উদ্দেশ্যে

সাহায্যের বিষয়...	তথ্যাদি জেনে নিন	একক ভিত্তিক সাহায্য নিন
আপনার সন্তানের যে কোনো সমস্যা সম্পর্কে	**www.connexions-direct.com** **www.need2know.co.uk** **www.parentscentre.gov.uk** **www.youthinformation.com** **www.direct.gov.uk/youngpeople** **www.gingerbread.org.uk** **www.familyandparenting.org**	**কানেকশন্স ডাইরেক্ট:** 080 800 13 2 19 (সকাল8টা- পরদিন সকাল 2টা, সপ্তাহের 7 দিন), অথবা টেক্সট করুন: 07766 4 13 2 19, অথবা ইমেইল পাঠাতে হলে বা অনলাইনে পরামর্শ নিতে চাইলে এই ওয়েবসাইটে যান: **www.connexions-direct.com** চাইল্ডলাইন: 0800 1111 **www.there4me.com** (12–16 বছর বয়সীদের জন্য) প্যারেন্টলাইন প্লাস: 0808 800 2222 **www.parentlineplus.org.uk**
স্বাস্থ্য এবং সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য শারীরিক, মানসিক এবং স্বাস্থ্যকর জীবন যাপন সহ	**www.doctorann.org** **www.bbc.co.uk/surgery** **www.nhsdirect.nhs.uk** **www.youngminds.org.uk/youngpeople** **www.youngminds.org.uk/parents** **www.rd4u.org.uk (bereavement)**	এন.এইচ.এস ডাইরেক্ট: 0845 4647 ইয়াংমাইন্ডস প্যারেন্টস ইনফর্মেশন সার্ভিস: 0800 018 2138 সামারিটান্স: 08457 90 90 90 **www.samaritans.org.uk** jo@samaritans.org **RD4U** (মৃত্যুশোকে সাহায্য): 0808 808 1677

নিরাপদ থাকা ড্রাগ, এলকোহল, ধূমপান, নিপীড়ন এবং ইন্টারনেট নিরাপত্তা সহ	**http://units.nhs.uk** **www.re-solv.org (solvents)** **www.sniffing.org.uk (solvents)** **www.talktofrank.com (all addictive drugs)** **www.quitbecause.org.uk (smoking)** **www.dcsf.gov.uk/bullying** **www.direct.gov.uk/cyberbullying** **www.kidscape.org.uk (bullying)** **www.bullying.co.uk** **www.beatbullying.org** **www.thinkuknow.co.uk (internet safety)**	**ড্রিংকলাইন:** 0800 917 8282 **ফ্রাংক** (ড্রাগস) 0800 77 66 00 **www.talktofrank.com** **নার্কোটিক্স এনোনিমাস:** 0845 373 3366 অথবা 020 7730 0009 **ধূমপান ত্যাগে সাহায্যকারী লাইন:** 0800 00 22 00 **www.quit.org.uk** stopsmoking@quit.org.uk **রি-সলভ:** (রাসায়নিকের অপব্যবহার) 01785 810762 **বুলিয়িং ইউ.কে** (স্কুলে বুলিয়িং সম্পর্কে পরামর্শ): help@bullying.co.uk
যৌন মিলন এবং মনের সম্পর্ক আইন, যৌনতা, গর্ভধারণ, যৌন স্বাস্থ্য এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা সহ	**www.ruthinking.co.uk** **www.likeitis.org** **www.brook.org.uk**	রুথিংকিং হেল্পলাইন: 0800 28 29 30 ব্রোক হেল্পলাইন (25 বছরের নিচের বয়সের যুবক যুবতীদের জন্য): 0800 0185 023
আইন বিরোধী কাজ	**www.rizer.co.uk**	

কানেকশন্স শুধুমাত্র শিক্ষা কোর্স এবং পেশা সম্পর্কেই পরামর্শ দেয় না...
কানেকশন্স এর ব্যক্তিগত পরামর্শদাতারা টাকা পয়সা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক ও ইতিবাচক ভাবে অবসর সময় কাটানো সহ নানান বিষয়ে তথ্য, পরামর্শ এবং ব্যবহারিক সাহায্য প্রদান করে। সত্য কথা বলতে গেলে স্কুলে, কলেজে, কর্মস্থলে বা ব্যক্তিগত জীবনে কিংবা পারিবারিক জীবনে প্রভাব সৃষ্টিকারী যে কোনো বিষয়ে তারা সাহায্য করতে পারবেন।

অন্যান্য নমুনায় এই নির্দেশিকা

এই বইটি ব্রেইলে (অন্ধলিপিতে) এবং সিডি-তে রেকর্ড করে পাওয়া যায়।

এই বইয়ের অর্ডার করার জন্য অনুগ্রহ করে ডি.সি.এস.এফ পাবলিক্যাশন্সকে (DCSF Publications) নিচের নাম্বারে ফোন করুন:

0845 602 2260 অথবা

ইমেইল করুন: connexions@prolog.uk.com

এই বইয়ের অনুবাদ

ইংরেজি, আরবী, বাংলা, গুজরাটি, হিন্দি, ম্যান্ডারিন চায়নিজ, পোলিশ, পাঞ্জাবী, সোমালি, টার্কিশ, উর্দু এবং ভিয়েতনামিজ ভাষায় নিচের ওয়েবসাইট থেকে বইটি ডাউনলোড করা যাবে:

www.connexions-direct.com/parentcarer

পি.ডি.এফ ফর্ম্যাটে বইটি এই ওয়েবসাইটে পাবেন: **www.connexions-direct.com/parentcarer**

আপনার পি.সি.তে বইয়ের লেখা বড় করতে পারবেন।

আপনার মতামত

এই বইটি ডি.সি.এস.এফ এর পক্ষ থেকে ভি.টি ক্যারিয়ার্স ম্যানেজমেন্ট (DCSF) প্রকাশ করেছে।

মা-বাবা এবং অভিভাবক নামের এই বই সম্পর্কে আপনার যে কোনো মন্তব্যকে আমরা সাদরে গ্রহণ করব। এই বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অথবা এটির কলেবর সম্পর্কে আপনার কোনো মন্তব্য থাকলে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ নিচের ইমেইল এড্রেসে 'ভি.টি ক্যারিয়ার্স ম্যানেজমেন্ট'-কে ইমেইল করুন:

ইমেইল: vtcm.publications@vtplc.com

ডিপার্টমেন্ট ফর চিলড্রেন স্কুলস এন্ড ফ্যামিলিজ (DCSF) এর কাছ থেকে এই বইর আরো কপি পাবেন। অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

DCSF Publications
PO Box 5050
Sherwood
Nottingham
NG15 0DJ

টেলি: 0845 602 2260
ফ্যাক্স: 0845 603 3360
ইমেইল: connexions@prolog.uk.com

ISBN: 0-86110-928-7

© Crown copyright 008

এই বইয়ের যে কোনো অংশ অবাণিজ্যিক শিক্ষাগত বা প্রশিক্ষণের কাজে পুন:প্রকাশ করা যাবে, তবে শর্ত থাকে যে বইটির নাম উল্লেখ করতে হবে।